তোমাকে নমস্কার। তুমি গাথা, ইতিহাস ও অন্যান্য শাস্ত্রও প্রণয়ন করিয়াছ এবং স্বয়ং ব্রহ্ম তোমার রূপ। তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বরূপ, বহুরূপ, অরূপ ও স্ব স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বসংসারে সমুদায় কামনা পূরণ কর, সকলের মনঃপ্রীতিসাধন কর, বিশ্বের প্রভুরূপে শাসন কর এবং সকল পাপ নিরাকরণ কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি পুরুষরূপী, নির্ম্মলস্বরূপ,পরম বিজ্ঞানময় ও নিত্যজ্ঞানের হেতু, তোমাকে নমস্কার। তোমার মূর্ত্তি সর্ব্বভুবনলোভন ও মণিময়কুণ্ডলযোগে নিরতিশয় অলঙ্কৃত তোমাকে নমস্কার। অদ্য তোমার প্রসাদে ও অনুগ্রহে আমি যেন বিজয়াবহ অখণ্ড ধনু প্রাপ্ত হই। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় বংশধর লবের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, সুদিব্য সৌর শরসকল তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। লব সুরুচির সুবর্ণপট্টে অলঙ্কৃত দৃঢ়তর গুণ সহিত সম্বদ্ধ উল্লিখিত অমানুষ ধনুঃ প্রাপ্ত হইয়া, কুশকে কহিলেন, গুরুদেব বাল্মীকি আমাকে যে সৌরস্তোত্র উপদেশ করিয়াছেন, আমি তাহার প্রভাবে এই দুর্ভেদ্য ধনুরত্ন লাভ করিলাম। আইস, এক্ষণে শত্রুকুল নির্ম্মূল করি। এই বলিয়া দুই ভ্রাতা, সাক্ষাৎ বীর্য্য ও পরাক্রমের ন্যায়, লক্ষ্মণের পরিরক্ষিত সুবিপুল সৈন্যমধ্যে সবেগে ও সদর্পে প্রবেশ করিলেন। বোধ হইল দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্র যেন অসুরসৈন্যে অবগাহন করিলেন। তাঁহারা প্রবেশ করিয়াই, জীমূত যেমন পর্ব্বতে বর্ষণ করে, সেইরূপ

অনবরত বিষম শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে, মৈনাক ও মন্দর এই দুই পর্ব্বতের সাহায্যে মথ্যমান মহোদধি যেমন শব্দ করেন, কুশীলবের প্রবেশবশতঃ সৈন্যমধ্যে তদ্রূপ তুমুল আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সৈন্যসকল তাহাদের দুইজনের সংগ্রামে সন্তাপিত হইয়া, যোজনার্দ্ধ দূরে গমন করিল।

অনন্তর কালজিৎ ও লক্ষ্মণ ইহাঁরা দুই জনে কুশকে রোধ করিলেন; তাঁহাদের পরিরক্ষিত সৈন্যগণ লোকাতীত পুরুষকারসম্পন্ন লবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এক শত গজের প্রত্যেক গজে, এক শত রথের প্রত্যেক রথে, প্রত্যেকে এক শত অশ্ব এবং শত অশ্বের প্রত্যেকে এক শত পদাতি থাকিলে, এক শত ভ্রমী হয়। এইরূপ শতভ্রমী সমবেত হইয়া, লবকে রুদ্ধ করিল। সৈন্যগণ একত্র মিলিত হইয়া, রাশি রাশি মুদ্গর, প্রাস, তোমর, গদা, অসি, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, চক্র, কুন্ত, পাশ ও অন্যান্য বিবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক একাকী বালক লবকে চারিদিক হইতে প্রহার করিতে লাগিল।

রাজেন্দ্র! তদ্দর্শনে লব প্রতিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপক্ষগণের ছিন্ন মস্তকে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত শত শোণিত নদী প্রবাহিত হইল এবং যম নগরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মহাবল লব শত দ্বারা শত, দ্বিশত দ্বারা দ্বিশত, সহস্রার্দ্ধ দ্বারা সহস্রার্দ্ধ, অযুত দ্বারা অযুত, এবং প্রযুত শরে প্রযুত বীরের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন।

জৈমিনি কহিলেন, মহাবাহু কুশ এইরূপে চত্বারিংশৎ

ভ্রমী হস্তী সংহার করিয়া, শর পরম্পরায় স্বয়ং ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া, চতুর্দ্দিক্ চাহিয়া দেখিলেন, কেবল রাশি রাশি সৈন্য, রথ ও শর এবং গজ ও অশ্ব সমূহ পতিত রহিয়াছে। খড়্গ সমূহের প্রভায় রণভূমি শ্যামস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি তৎকালে চতুর্দ্দিক্ দর্শন করত কুশকে দেখিতে না পাইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভ্রাতা কোথায় গেলেন? তিনি এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে লবণের মাতুল রুধিরাক্ষ নামে বিখ্যাত নিশাচর ক্রোধভরে তাঁহার হস্তস্থিত ধনুরত্ন সহসা গ্রহণ করিল। রাজন্! রুধিরাক্ষ রামের শরণাগত হইয়াছিল। সে ধনু গ্রহণ করিয়াই, সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লব, তুমি জীবিত শরীরে আমাকে অতিক্রম করিয়া, কোথা যাইবে; অতএব এই স্থানেই অবস্থিতি কর, এই প্রকার কহিয়া, দুশ্ছেদ্য রামচক্র গ্রহণ করিলেন এবং চক্র গ্রহণ করিয়া, সাক্ষাৎ চক্রপাণির ন্যায় আকাশে সমুৎপতিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে শিখা, শরীর পরম সুঘটিত ও সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে পরিপূর্ণ। তিনি আমিষলোভী শ্যেনের ন্যায়, মহাবেগে আকাশে উত্থান করিলেন। তদ্দর্শনে বীরগণ পাছে তিনি মস্তকোপরি পতিত হয়েন এই ভয়ে ভীত হইয়া কেহ শরাসনে সুশাণিত শর সকল সন্ধান করিয়া, শঙ্কিত চিত্তে তাঁহার উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে লাগিল। কেহ সুদৃঢ় ও সুদুর্ভেদ্য বর্ম্ম সকল মস্তকে ধারণ করিল। কেহ তিনি নিঃসন্দেহই আমাদের উপরি পতিত হইবেন, এই-প্রকার কল্পনা করিয়া রথের অধোদেশে গমন করিল;

এবং কোন কোন মহারথ মৃত পতিত গজসকলের উদরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক লুক্কায়িত হইতে লাগিল। রাজন্! যে সকল বীর ভীত হইয়াছিল, তাঁহারই এই প্রকার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। অবশিষ্টেরা নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল।

রাজা দশরথের যে সুবিখ্যাত দশ মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদের পুত্রগণের নাম যথাক্রমে জিতশ্রম, ধার্ম্মিক, সুকেতু, শত্রুসূদন, শম, দম, চন্দ্র, কাল, অমল, সিংহ। তাঁহারা এই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন। সকলে সমবেত হইয়া, আকাশবিহারী লবের উদ্দেশে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং দশ দশ বাণ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার করস্থ চক্র ছেদন করিয়া, ফেলিলেন। তদ্দর্শনে লব হাস্য করিতে করিতে, পরিঘ মোচন করিলে তাঁহাদের সকলেরই চর্ম্ম বর্ম্ম ছিন্ন ও কলেবর শোণিতপ্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা কুঠারাঘাতে লতার ন্যায়, তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন।

ইতিমধ্যে লবণের মাতুল গদাহস্তে সহসা তথায় সমাগত হইল এবং সবেগে তাঁহার মস্তকে সেই গদার আঘাত করিল। লব প্রহারবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন। অনন্তর তিনি ক্ষণমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া, উত্থানপূর্ব্বক সুশাণিত কুন্ত গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা রাক্ষসের মস্তক নিমেষমধ্যেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি দিবাকরদত্ত দিব্য ধনুর্গ্রহণ করিয়া, সুশাণিত সায়কপ্রহারে ভূরি ভূরি বিপক্ষবীরের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলে, পুনরায় সুবিশাল সৈন্য সমবেত হইয়া,

তাঁহাকে চতুর্দ্দিকেই বেষ্টন করিল; গর্ত্তস্থ জন্তু ভূমিষ্ঠ হইলে, অজ্ঞানকর্ত্তৃক যেরূপ আচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ শত্রু-সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু তৃণাচ্ছন্ন বহ্নি যেমন তৃণরাশিই দগ্ধ করে, তদ্বৎ তিনি কোপপূরিত হইয়া, তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

---

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! এদিকে কুশ লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া, সিংহবিক্রমে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগি-লেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিলেন। কুশ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহাবীর স্থির হও, পশ্চাৎপদ হইও না। এই বলিয়া তিনি বাণ প্রয়োগ করিলে, তাহার আঘাতে সুমিত্রানন্দনের রথ দুই ঘটিকা ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। সেই ঘূর্ণনেই অশ্বচতুষ্টয় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। লক্ষ্মণ অন্য রথে আরোহণ করিয়া, শর সকল মোচন করিতে লাগিলেন এবং দুই বাণে লবের নির্ম্মল কবচ, তিন বাণে কিরীট এবং পরিশেষে ধনু ছেদন করিয়া, সকলের বিস্ময় সমুদ্ভাবিত করিলেন। কবচ ছিন্ন হইলে, নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় সীতাতনয় কুশের শোভা প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি অবিলম্বেই শ্রান্তি দূর করিয়া, লক্ষ্মণকে সবিনয়ে কহি-লেন, তুমি শোকভার পরিহারপূর্ব্বক আমার ভার নিবারণ করিলে ইহাতে আমি তোমার নিকট অতিমাত্র উপকৃত হইলাম; এইরূপে তুমি আমার কবচাদি ভার পরিহরণ

করিয়া, যে উপকার করিলে, তাহার পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। অতএব আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমার এই সৈন্যভার নিরাকরণ করিব; আমার হস্তলাঘব অবলোকন কর।

অনন্তর কুশ অথর্ব্ববেদবিহিত মহাসূক্ত জপ করিতে করিতে প্রবল পরাক্রমে আগ্নেয় অস্ত্র মোচন করিলেন। তাহা হইতে সহস্র সহস্র শিখা সমুদ্ভূত হইয়া, মহাত্মা লক্ষ্মণের রথ, সৈন্য, পতাকা, বস্ত্র ও আভরণ সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিল। বীরগণের কাহারও শ্মশ্রু ও কাহার বা ধনু প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হংসসবর্ণ অশ্বগণের সটা ও পুচ্ছ, রথ সকলের চক্র, ছত্র, চামর ও আয়ুধ সমস্ত দগ্ধ হইয়া গেল। সৈন্য সকল দহ্যমান হইতেছে, দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণও বরুণাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক কুশের ঐ অস্ত্র প্রতিহত করিলেন। তদ্দর্শনে কুশ ক্রুদ্ধ হইয়া, বায়ব্য অস্ত্র সন্ধান করিলে, প্রবল সমীর প্রবাহিত হইয়া, বীরদিগকে শূন্যে উড্ডীন ও মদমত্ত মাতঙ্গদিগকে মহাবেগে দূরে নিপাতিত করিল।

জৈমিনি কহিলেন, সেনাপতি কালজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, বেলাভূমি যেমন সাগরকে, আমিও তেমনি এই বালককে সংহার করিব। যাবৎ ইহার কনিষ্ঠ না আইসে, তাবৎ আমি পরাক্রম প্রদর্শন করিব। এই কথা বলিয়া সেনাপতি কালজিৎ তৎক্ষণাৎ কুশের সমীপস্থ হইল এবং তাহাকে কহিল, অদ্য আমার অধীনে রামচন্দ্রের সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব যদি আমি সার্থকজন্মা হই, তাহা হইলে কুশ! তোমার উন্মূলন করিব।

কালজিতের কথা শুনিয়া কুশ উত্তর করিলেন, অজার গলস্তন যেমন বৃথা, বধিরের কর্ণ যেমন বৃথা এবং ভস্মে আহুতি যেমন বৃথা, সেইরূপ তোমার ন্যায় বহুভাষী বৃথা পুরুষকে কোন্ ব্যক্তি সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া, কার্য্য পণ্ড করিল? রে মূঢ়! তুমি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছ, আমার অনুজ সৈন্য সকল দগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে আমি শর প্রয়োগ করিয়া, তোমার জিহ্বা ছেদন করিব, তুমি উহা নিবারণ কর। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কালজিতের জিহ্বা ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় তাহাকে কহিলেন, অধুনা, তোমার বাক্‌শক্তি রহিত হইল। অতএব তুমি মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বাহিনীস্থিত কুশকে অভ্যর্থনাসহকারে আশু আনয়ন কর।

কালজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া, আনতপর্ব্ব শর দ্বারা কুশের হৃদয় ও বাহু বিদ্ধ করিল। কুশ বাণে বাণে তাহার দক্ষিণ হস্ত বদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধচন্দ্র শর প্রয়োগপূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। কালজিৎ নিহত হইলে, সৌমিত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং শালতালবটচ্ছেদী বহুসংখ্য শরে, কুশের হৃদয় আহত ও ছয়বাণে তদীয় দেহ বিদ্ধ করিয়া, পরে তাঁহার উদ্দেশে শক্তি, গদা, কুন্ত, খড়্গ, পরশু, তোমর ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র, নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুশ তৎসমস্ত সপ্তধা ছেদন করিয়া সিংহের ন্যায়, গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং সহাস্য আস্যে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, বাল্মীকিপ্রদত্ত সপ্ত নারাচ শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ সকল নারাচ সার্দ্ধপত্রসমন্বিত, সাতিশয় শাণিত, আশীবিষের

ন্যায় বিষম এবং প্রজ্বলিত অগ্নিকণা সকল সমুদ্গীরণ করিতেছে। তিনি মোচন করিবামাত্র, তৎসমস্ত মর্ম্মভেদী নারাচ আকাশে প্রজ্বলিত হইয়া, মহাত্মা লক্ষ্মণের হৃদয় ভেদ করিয়া ফেলিল। তিনি আকাশ হইতে নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন।

জৈমিনি কহিলেন, ঐ সময়ে কুশ রণমধ্যে মহাভাগ লবের সিংহনাদ শুনিতে পাইলেন। এবং খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক গরুড়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে দর্শন করিলেন, ভূরি ভূরি গজপংক্তি বীরবর লবকে বেষ্টন করিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি ক্রোধভরে খড়্গপ্রহারে বহুসংখ্য গজ, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণকে যমাগারে প্রেরণ করিয়া ক্ষণমধ্যেই ভ্রাতাকে মোচন করিলেন! এইরূপে দুই ভাই মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সমস্ত সৈন্য নিপাতিত করিয়া, নির্ভয়ে স্বকীয় আশ্রম রক্ষা করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, এদিকে রামচন্দ্র গঙ্গাতীরে দীক্ষিত ও মুনিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, যজ্ঞমণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক ভরতকে কহিলেন, বীর লক্ষ্মণ হয়ধারী ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজয় করিয়া এখনো প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন না কেন? সুমিত্রানন্দন শত্রুঘ্ন ইহাদের নিকট পরাজিত হইয়া, আকাশ পাতাল দর্শন পূর্ব্বক স্বর্গমধ্যে বিলীন হইয়াছেন। ইহা কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিবে? আমি এই কারণেই রোষপূরিত লক্ষ্ম-

গকে বহু বীর সমভিব্যাহারে যুদ্ধে পাঠাইয়াছি। তাহারা দুই ভাই লক্ষ্মণের ভয়ে ভীত হইয়া, কাহার শরণাপন্ন হইবে? লক্ষ্মণ অবশ্যই স্বর্গীয় প্রতাপে নিপতিত শত্রুঘ্নকে ধর্ম্মলোক হইতে আনয়ন করিয়া, জননীকে দর্শন করিবেন। ভরত! ঐ বালকদিগের প্রসূতি আত্মবিনাশ জন্যই লোক-বিঘ্নকর তাদৃশ পুত্রদ্বয় প্রসব করিয়াছে। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন শুনিয়া,সেই ললনা অনাথা হইয়া কাহার নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিবে? ভাই! বালকের ব্যবহার অবলোকন কর, আমাকে, তোমাকে, সুগ্রীবকে, বিভীষণকে, অঙ্গদকে, হনূমানকে এবং আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধব সকল-কেই তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া, করসম্প্রাপ্ত অশ্ব হরণ করিল। ভরত! তুমি লোক পাঠাইয়া সত্বর সংবাদ আনয়ন কর, লক্ষ্মণ সংগ্রামে অশ্বহর্ত্তাদিগকে জয় করিয়াছেন কি না? তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্ব্বদা আমার আদেশ পালন করিয়া থাকেন।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ভরত আহ্বান করিবামাত্র, পাঁচজন মহাবল দূত তৎক্ষণাৎ রামের গোচরে উপনীত হইল। স্বয়ং রামচন্দ্র তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বর লক্ষ্মণকে আনিবার জন্য গমন কর এবং তাহাকে এই কথা বল যে, বালকেরা যদিও অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া, মোহনাস্ত্রে মোহিত করিয়া, সর্ব্বথা রক্ষা করিবে। তুমি যেরূপ শূর, সেইরূপ অস্ত্রকোবিদ শূরগণ তোমার অনুবল হইয়াছে। বিশেষতঃ, তুমি রথস্থ ও সমর্থ; কিন্তু বালকেরা বিরথ ও নিরাশ্রয়।

অতএব সেই দুর্ব্বল শিশুদ্বয়কে সংহার না করিয়া, অযোধ্যায় আনয়ন কর। যাহারা পরের বালকের প্রতি দয়া মমতা প্রদর্শন করে, তাহারা পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া, সংসারে সুখজীবিত ভোগ করে। আমি সংসারে আসিয়া, সীতার বদনসদৃশ পুত্রবদনসন্দর্শন সুখে বঞ্চিত হইলাম। এই কারণে শিশুদ্বয়কে মোচন করিব। ভরত! তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, তাহারা কাহার পুত্র, কিজন্য বনচারী হইয়াছে এবং তাহাদের জননী কোথায়? এই সকল জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের সকলকেই আনয়ন করিবে।

জৈমিনি কহিলেন, রাম দূতদিগকে এই প্রকার আদেশ বিধান করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর লক্ষ্মণের অধীন দূতগণ একান্ত ভীত ও ক্ষত বিক্ষত কলেবরে সমাগত হইয়া তদীয় শরণাপন্ন হইল। এবং বারংবার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, আপতিত মহা বিপদপাত নির্দ্দেশ করত কহিতে লাগিল, মহাভাগ! আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। শৌর্য্যশালী লক্ষ্মণ আত্মানুরূপ শৌর্য্যবিশিষ্ট বহু বীরে পরিবেষ্টিত হইয়া, মহাবীর শত্রুঘ্ন যেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া আছেন, তথায় সমাগত হইলে, কুশশাণিত শরপরম্পরা তাঁহাকেও তদবস্থাপন্ন করিয়াছে। বীর লক্ষ্মণ ভ্রাতার পার্শ্বে ধরাশায়ী হইয়াছে। আপনার আশ্রিত বীরগণও সকলেই কুশের সায়কে ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত কলেবরে, কুসুমিত কিংশুক পাদপের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের কাহারই জ্ঞান চৈতন্য নাই। হায় যে সকল বীর বজ্রপাত সহ্য করিতে এবং ব্যথা কাহাকে বলে, জানিতেন না, তাহারাও কুশের

বাণে একান্ত ব্যাকুলিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে একাকী শিশু বাণে বাণে তাদৃশ বিপুল বাহিনী শূন্যপ্রায় করিয়াছে। বালকের এরূপ বলবীর্য্য কুত্রাপি দেখি নাই বা শুনি নাই। আমরা কয় জন কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়াছি মাত্র। রঘুনন্দন! লক্ষণের সেনাপতি কালজিৎ কুশের শরে প্রপীড়িত হইয়া, অন্যান্য অনেক বীরের সহিত ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে।

স্বভাবতঃ কোমলহৃদয় লক্ষণ অবনী মধ্যে তাদৃশ সুকুমারমতি শিশুদিগকে একাকী নিরীক্ষণ করিয়া, করুণারসে আর্দ্র হইয়া ভ্রাতৃবৈর বিস্মরণপূর্ব্বক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এবং কুশকে কহিয়াছিলেন, অয়ি বালক! আমি তোমায় ছাড়িয়া দিলাম, তুমি কনিষ্ঠের সহিত গৃহে গমন কর। এবং জননীকে গিয়া বল, কোন ব্যক্তি আমাদিগকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কুশ এই কথায় উত্তর করিল, তুমি দুঃখিত হইয়াছ। অতএব আমরা তোমায় না মারিয়া ছাড়িয়া দিলাম, রামের নিকট গমন কর। হায়,রামের কিছুমাত্র ক্ষমা বা দয়া নাই, স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সেই জন্যই তিনি স্বয়ং না আসিয়া, তোমার ন্যায়, স্বভাবতঃ ব্যাকুলচিত্ত অনুজকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহাহউক, লক্ষ্মণ! তোমার আর দয়া করিবার আবশ্যকতা নাই। যদি প্রকৃত ক্ষত্রিয় শোণিতমাত্রও তোমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিতি করে, অথবা যদি বাস্তবিকই পুরুষকার বা বীর্য্যবত্তা থাকে, তাহা হইলে যথেচ্ছ প্রহার কর। যে মৃত্যু একদিন অবশ্য হইবে, তাহা যদি অদ্য সংঘটিত হয়, তজ্জন্য কোন্ মূঢ়

ব্যাকুল হইবে? তোমার ন্যায় কাপুরুষেরা ব্যাকুল হইতে পারে, হউক, আমি কিন্তু ক্ষমা করিব না। যদি পলায়ন কর, তাহা হইলে, এই স্থানেই শমননগরী দেখিতে পাইবে। অথবা, আমার সম্মুখে জীবিত দেহে পলায়ন করা তোমার সাধ্য হইবে না। ইহা ভাবিয়া তুমি যুদ্ধ কর, না হয় ক্ষমা প্রার্থনা কর। লক্ষ্মণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া, কুশের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া, সপ্ত শর প্রয়োগ করিলে, সেই সকল সুতীক্ষ্ণ সায়ক সংকল্পিত সিদ্ধি বিধান করিয়া, কাননমধ্যে পতিত ও সবেগে পাদপসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর কুশের শরপরম্পরায় লক্ষ্মণের কলেবর একবারেই আচ্ছন্ন ও তৎক্ষণাৎ ত্বক্ শূন্য হইল। লক্ষ্মণ ইহা জানিতে পারিলেন না। পূর্ব্বাভ্যাস বলে বালক কুশের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল কুশ তৎক্ষণমাত্রেই তাঁহাকে নিপাতিত করিল। রাম! তদ্দর্শনে সৈন্যসকল রণে ভঙ্গ দিয়া দশদিকে পলায়নপর হইল এবং অনেকে পলায়নসময়ে কুশের বাণে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে ভবদীয় অনুজ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়েই ভীত হইয়াছেন। আমরা এই কথা বলিতে আসিয়াছি। অয়ি রঘুপতে! দীক্ষা ত্যাগ করিয়া বনে গমন ও যুদ্ধ করুন। নতুবা, কুশকার্ম্মুকনিঃসৃত শর সকল অযোধ্যা পর্য্যন্ত আগমন করিবে। হে বিভো! মহাবীর কুশের নিকট কাহারই গণনা বা সম্মাননা নাই।

জৈমিনি কহিলেন, রামচন্দ্র দূতগণের এবংবিধ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিয়া, মূর্চ্ছার বশীভূত হইয়া, ভরতের অগ্রে পতিত হইলেন, ভরত তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ ও সলিল-

সিক্ত করিয়া, তদীয় নেত্রদ্বয় যত্নপূর্ব্বক পরিমার্জ্জিত করিলেন এবং বারংবার বিশেষরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া, তাঁহার চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি চেতনা লাভ করিয়াছেন, দেখিয়া, ধীরে ধীরে কহিলেন, অয়ি রঘূদ্বহ! লক্ষ্মণের জন্য বিষণ্ণ হইবেন না। তিনি আপনার নিমিত্ত শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধে বিনিপাতিত হইয়াছেন, বলিতে কি, সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অবধি দুঃখে লক্ষ্মণের হৃদয় বিদ্ধ ও শরীরে মমতা দূর হইয়াছিল। কিরূপে এই দেহপাত করিবেন, সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন। তিনি সীতাকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় জীবিত শরীরে কখনই আপনার নিকট আসিতেন না। কেবল আপনার আদেশ যথাবিধানে পালন করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রদান করিবার জন্যই অগত্যা এইরূপ অনুষ্ঠান করেন। তথাপি, জানকীর ও লক্ষ্মণের প্রতি আপনার কৃপা জন্মিল না। ইহা তিনি স্মরণ করিয়া, অবসরক্রমে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতচিত্ত হয়েন। এক্ষণে আপনার অশ্বমেধ কৃত্য উপস্থিত হওয়াতে, সমুচিত সুযোগ পাইয়া, জানকী বিসর্জ্জন স্মরণ করিয়া, ভ্রাতার সহিত প্রাণত্যাগ করিলেন। বিনাপরাধে জানকীকে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগপূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তজ্জন্য দুর্নিবার পাপভারে কলেবর সর্ব্বদাই দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়াছিল। কিরূপে সত্বর পরিহার করিয়া, মুক্তিলাভ করিবেন, নিরন্তর ইহাই চিন্তা ও তাহার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতেন। অধুনা, সময় পাইয়া, কুশকোদণ্ড বিনিঃসৃত প্রচণ্ড শর গঙ্গাসলিলে বিনিমগ্ন হইয়া, সমস্ত পাতক

ক্ষালন করিলেন। রাম! তাহাতেই তিনি পবিত্র হইয়াছেন। তজ্জন্য বিষণ্ণ হইবার আবশ্যকতা নাই। জগন্মাতা সাক্ষাৎ দেবী লক্ষ্মী রূপা জানকীর দুর্ব্বিসহ বিরহ-যোগ সহ্য করিয়া, যাঁহারা জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, আমি শতবার ও সহস্রবার মুক্তকণ্ঠে ও সাহসভরে বলিতে পারি, তাহারাই অপবিত্র। অতএব অপবিত্র ভরত আমা-কেও কি জন্য আপনি অরণ্যমধ্যে প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিতেছেন? অথবা আপনার অপেক্ষা কি, সময় হইয়াছে, আমি স্বয়ং বলপূর্ব্বক এই মুহূর্ত্তেই শরীর পবিত্র করিবার জন্য অরণ্যবাস আশ্রয় করিব। আপনারে নমস্কার। পূর্ব্বেই এই প্রকার কল্পনা করিয়াছিলাম, পাছে আপনি ব্যাকুল হয়েন, এইজন্য সমুচিত সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া, এতদিন যাপন করিয়াছি; কিন্তু আর সে অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা নাই। শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণও যখন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন অযোধ্যা বাস্তবিকই শ্মশান হইয়াছে। সত্য বটে, আপনার ন্যায় পুরুষোত্তম মহাভাগগণের যে স্থানে অধিষ্ঠান, সেই স্থানই স্বর্গ; কিন্তু সীতা সাক্ষাৎ স্বর্গের লক্ষ্মী ও শোভা। অতএব আমি কিরূপে অযোধ্যায় অবস্থিতি করিব।

রাম কহিলেন, ভরত! গতানুশোচনার প্রয়োজন নাই। সবলে অধুনা অরণ্যে গমন করিয়া অবগত হও, ঐ কুশ কে? এবং তাহাকে লবের সহিত জয় করিয়া আমারসান্নিধ্যে আনয়ন এবং শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছাপনোদন কর। এই হনূমান্ ও জাম্বুমান্ অন্যান্য বানরগণের সহিত তোমার সমভিব্যা-হারে যাইতেছে এবং মহাবল বিভীষণও তোমার অনুবৃত্তি

করিতেছেন। ভাই! সত্বর অরণ্যে প্রয়াণ কর। সকলে গিয়া কুশকে অবলোকন করুক। তুমি সর্ব্বপ্রকারেই আমা অপেক্ষা অধিকতর বিরাজমান হইয়া থাক। সত্য, শৌচ, ও সরলতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে তোমাকে সর্ব্বদা আমার জ্যেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কেবল কর্ম্মবশে প্রাক্তন আমার কনিষ্ঠ হইয়াছ। আমি কাননচারী হইয়া পিতৃবাক্য রক্ষা করিলাম। তুমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে প্রবাসী হইয়া, পিতৃদেবের আজ্ঞাবলম্বন করিলে, এই জন্য আমার কনিষ্ঠ হইয়াছ। যাহাহউক তোমার ন্যায় ভ্রাতা যেন শত্রু মিত্র সকলেই প্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে পাইয়া, বাস্তবিকই কৃতার্থ হইয়াছি এবং মনুষ্য জন্মের সার্থকতা করিয়াছি। একজন ঋষিও বোধ হয়, সুবিশাল তাদৃশ রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কিন্তু তুমি অনায়াসেই তাহা ত্যাগ করিয়াছ। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যলোকে প্রকৃত পুরুষগুণের আর কি পরিচয় হইতে পারে? বিশেষতঃ যে সংসারে লোভ ও কামনারই একমাত্র রাজ্য, সে সংসারে এরূপ দেবচরিত্রের দৃষ্টান্ত,স্বপ্নকথা, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব তুমিই সাধু ও তুমিই প্রকৃত মহাপুরুষ। ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, শান্তি ও সদাচার তোমার ন্যায়, পুরুষগণেই প্রতিষ্ঠিত।

ভরত কহিলেন, আর্য্য! দুইজন বালক আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছে। তাহারা দুইজনেই সুবিখ্যাত বীর। আমি কিরূপে তাহাদের বিষয় অবগত হইব, বুঝিতে পারিতেছি না। আপনিও তাহাদের পরিচয় জানেন না। এই

হনূমান্ কিংবা অঙ্গদ ইহারা আপনার নীতিজ্ঞ সচিব, তাহাদের বিষয় জানে কি না, বলিতে পারি না।

অঙ্গদ কহিলেন, রঘুনন্দন বৃথা লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া, জনকনন্দিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, রামের এই দুর্ম্মন্ত্রণাই সেই দুই বালকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! মহাবল ভরত জ্যেষ্ঠকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, হনূমৎপ্রমুখ বীরগণ সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে বহুল সৈন্য পৃথিবী ও আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। অনন্তর ভরত কাননে সমাগত হইয়া, হনূমান্কে কহিলেন, হনূমান্! অবলোকন কর, রামের অধীন বহুসংখ্যক বীর কুশের বাণে ছিন্ন বাহু ও ছিন্ন শিরা হইয়া, নিপাতিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ভূরি ভূরি গজ, অশ্ব, করভ ও অশ্বতরগণের মস্তক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে ঐ অবলোকন কর, কবন্ধসকল নৃত্য করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। না জানি, বীর লক্ষ্মণ ভ্রাতার সহিত এই রণমধ্যে কোথায় পতিত আছেন। ঐ দেখ, প্রবল শোণিত প্রবাহে মহাবল বীরগণ সবেগে আকৃষ্ট হইতেছে। তবে কি, লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন উভয়েই এইরূপে ভাগীরথীর দিকে বলপূর্ব্বক সমানীত হইয়াছেন? ঐ দেখ, কোন স্থানে মনুষ্যের হস্ত, কোথাও পদ ও কোন স্থানে বা মস্তক সকল পতিত রহিয়াছে। আবার, কোন দিকে বাহন সকলের কেশ, ও কোথাও বা তাহাদের বৃষণ সকল ছিন্ন অবস্থায় ধরাতল

আশ্রয় করিয়া আছে। বীর! এদিকে চাহিয়া দেখ, শোণিতের ভীষণ নদী সকল খরতর স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে তুমি মহাসাগর পার হইয়া, লঙ্কায় গমন করিয়াছিলে। এক্ষণেও সেইরূপে এই সকল নদীপারে গমন করিয়া, মদীয় বান্ধব লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের অন্বেষণ এবং সেই দুই বালক কুশ লব কোথায় আছে, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ কর।

হনূমান কহিলেন, ভরত! আমি যে তৎকালে সাগর পার হইয়াছিলাম, দেবী জানকীর অনুগ্রহই তাহার হেতু। সীতা তখন আমাদের প্রতিমুখ ছিলেন, এক্ষণে বিমুখ হইয়াছেন। তজ্জন্য এই শোণিত নদী আমার দুষ্পার বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। তথাপি, আপনার আদেশে আমি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সন্ধানার্থ গমন করিব। এই বলিয়া পবননন্দন সেই নদী পার হইয়াই অবলোকন করিলেন, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুই ভ্রাতা ক্ষতবিক্ষত কলেবরে ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন। বোধ হয়, যেন তাহারা ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন, পৃথিবী, তুমি স্বীয় দুহিতা সীতার পরিত্যাগ প্রযুক্ত সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছ। তজ্জন্য আমাদের প্রতি রুষ্ট হইও না। আমরাও তোমার ন্যায় দুঃখিত হইয়াছি। অতএব আমাদিগকে স্থান প্রদান কর।

হনূমান্ তদ্দর্শনে তাঁহাদের দুই জনকে দুই বাহুতে গ্রহণ করিয়া, সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ ভরতের গোচরে আনয়ন করিলেন। কৈকেয়ীনন্দন কুশের শরে তাঁহাদের দুই জনকেই সমন্তাৎ ক্ষতবিক্ষত কলেবর অবলোকন করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে রথে

স্থাপন ও তাঁহাদের রক্ষা বিধান করিয়া, হনূমানকে কহিলেন, রামসৈন্যবিনাশী মহাবীর বালক কুশীলব লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে নিপাতিত করিয়া কোথায় গেল, অধুনা অবলোকন কর।

হনূমান কহিলেন, মহাবীর এই লক্ষ্মণ কুশের বাণাঘাতে যেরূপ মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, পূর্ব্বে ইন্দ্রজিতের প্রহারেও সেরূপ হয়েন নাই। দেখুন, এখনও ইহাঁর মূর্চ্ছার বিরাম নাই। ইনি নিতান্ত আতুর হইয়া পড়িয়াছেন।

---

## ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, এই অবসরে কুশ শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলে, লবও খড়্গচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবেশ করিলেন। এদিকে দিবাকর-কর-নিকর-বিকিরণপূর্ব্বক সাগর মেখলা বসুন্ধরা আলোকিত করিয়া, সন্ধ্যা সমাগমে অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। বীরগণ দারুণ অন্ধকারে আত্মপর জ্ঞানশূন্য হইয়া পরস্পরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। হস্তী সকল মত্ত হইয়া, রথ সকল চূর্ণ করিয়া ধাবমান হইল। অশ্বারোহী সকল রথবেগে প্রতিহত হইয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতে লাগিল। পদাতিগণ তুরগগণের বেগে ধরাতলে শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল লব খড়্গ সন্ধান করত রণমধ্যে অবগাহন করিলেন। এবং সত্বর মস্তকে চর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক খড়্গের আঘাতে অশ্ব-

সকলের পদ এবং হস্তী সকলের প্রচণ্ড শুণ্ড সকল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। কখন বা সুবিশাল বাহুযুগল বিসারিত করিয়া, হস্তীগণের উপরি পতিত হইয়া, কুঠারক যেমন কাষ্ঠ সকল ছেদন করে, সেইরূপ তাহাদের কুম্ভ বিদারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিগলিত অনর্গল গজমুক্তা সকল মুষ্টি দ্বারা রাশি রাশি গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণের দশনপংক্তিতে তদীয় ভয়ানক খড়্গাধারা পতিত হওয়াতে রাশি রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হইয়া, সৈন্য সকল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময়ে মহাবল কুশ ক্রোধভরে শরধারা বর্ষণ করিয়া, বীরগণের কিরীটলাঞ্ছিত মস্তক ও অঙ্গদমণ্ডিত বাহুপরম্পরা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার বাণাঘাতে মাতঙ্গগণের শিরসমূহ ছিন্ন হইয়া, সবেগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎসমস্ত অদ্যাপি আকাশে একীভাবে অধিষ্ঠিত আছে। ঐ সকল মস্তক হইতে আজিও পৃথিবীপৃষ্ঠে বিপুল মদসলিল পতিত হইয়া থাকে। সেই সলিল যোগেই মুক্তাফলের জন্ম হয়। এইরূপে কুশ মহাবাণে শত শত করিশীর্ষ ছিন্ন করিয়া, সকলের নিরতিশয় বিস্ময় সমুদ্ভাবন করিলেন।

অনন্তর ভরত কোদণ্ডটংকারে দিগ্‌গজদিগকেও বধির করিয়া, অবলোকন করিলেন, কুশীলব সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয় গণেশের ন্যায়, অথবা, বায়ু বিভাবসুর ন্যায় নিজ সৈন্য সংহার করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি মেঘের বারিধারার ন্যায় শরধারা বর্ষন্ন করিতে লাগিলেন।

জৈমিনি কহিলেন, লব কুশ উভয়েই ঘনশ্যাম, উভয়েই বালক, উভয়েই কাকপক্ষধর এবং উভয়েই শর শরাসন-ভূষিত বাহুদণ্ড। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, হনুমান্ বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন, এই বালক কুশীলব রামের ন্যায়, আকৃতি সম্পন্ন। যেথানে ভরত প্রভৃতি মহাবলগণ অবস্থিতি করিতেছেন, ইহারা সেই সৈনিকবিভাগেই দৃষ্টিপাত করিতেছে। বীরবর পবনকুমার এই প্রকার কহিতেছেন। এমন সময়ে কুশ ক্রুদ্ধ হইয়া রণমধ্যস্থ লবকে সহর্ষে কহিলেন, ভাই! অবলোকন কর, এই সকল সৈন্য সমবেত হইয়া অশ্বকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। তুমি তুরগ রক্ষা কর আমি ইহাদের সহিত যুদ্ধ করি। অনন্তর কুশ রামানুজ ভরতকে দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়েই সৈন্য সহিত শয়ন করিয়াছে। তুমি কি জানিতে পারিতেছ না, আমি তোমার শত্রু কুশ, উপস্থিত হইলাম।

ভরত কহিলেন, আমি তোমায় যুদ্ধে জয় করিয়া নিজ রাজ্যে লইয়া যাইব। অয়ি বালক! যাহা করিয়াছ, স্মরণ কর, ঘোটক মোচন কর এবং অধুনা তাপসী জননীর নিকট গমন কর। তোমাকে দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে। জননীকে গিয়া বল, ভরত আমাকে ভ্রাতার সহিত ছাড়িয়া দিয়াছেন। ফলতঃ তুমি না জানিয়া আমার যে সৈন্য ক্ষয় করিয়াছ, আমি তাহা মার্জ্জনা করিলাম।

কুশ এই কথা শুনিয়া, সপ্ত বাণে ভরতকে ও পঞ্চসপ্ততি শরে বীর বানরদিগকে আর্দ্রিত করিয়া শত বাণে হনূমানকে, সহস্র বাণে বালিনন্দনকে, পঞ্চশত বাণে নীলকে, সপ্ততি

বাণে নলকে ও তিন সহস্র বাণে জাম্ববানকে সরোষে ও সহাস্যে যথাক্রমে তাড়িত, আহত ও বিদ্ধ করিলেন। যাহার যাহার হৃদয়ে বলপূর্ব্বক তদীয় শরনিভ সংলগ্ন হইল, সেই সেই ব্যক্তিই মূর্চ্ছিত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিল। রাজন্! ঐ সময় বলীয়ান্ লব ছয় বাণে ভরতের রথ ও ধনু খণ্ড খণ্ড করিলে, কুশকার্ম্মুক বিনির্ম্মুক্ত শরপরম্পরায় ভরতের মোহ সমুপস্থিত হইল। হনূমান্ ভরতকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া, যোজনব্যায়ত পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া কুশীলবের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। বিশাললোচন লবকুশ জাতক্রোধ হইয়া, আকাশপথেই সেই পর্ব্বত ত্রসরেণু সমান করিয়া দিলেন। অনন্তর কুশ পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক কনকমণ্ডিত পঞ্চ শরে হনূমান্‌কে ক্ষতবিক্ষত ও মূর্চ্ছার বশীভূত করিলেন।

রাজেন্দ্র! জনগণ পুনরায় রামের গোচরে সমাগত হইয়া এই সকল ঘটনা যথাযথ নিবেদন করিলে, তিনি ভ্রাতৃগণের জন্য ব্যাকুল হইয়া, সুগ্রীব ও বিভীষণের সমভিব্যাহারে বিনির্গত হইলেন। অনন্তর শ্রীমান্ রামচন্দ্র বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে রথারোহণে কাননে সমাগত হইয়া, কুশী লবকে সন্দর্শন করিলেন এবং দেখিলেন, সৈন্যগণ কেহ হত, কেহ প্রহৃত, ও কেহ বা বিধ্বস্ত হইয়া, বারংবার তাহাকেই আহ্বান করিতেছে।

জৈমিনি কহিলেন, শ্রীমান্ রামচন্দ্র আপনার সমানাকৃতি, ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ, বালক কুশীলবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ঈদৃশ বিপুল বল নিহত

করিলে? কোন্ ব্যক্তি যথাবিধানে তোমাদের উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন? সমগ্র বেদ, সমস্ত কলা, ও সমুদায় ধর্ম্ম এই সকলেও তোমাদিগের পারদর্শিতা জন্মিয়াছে? পরদারে ত তোমাদের বিরুদ্ধ দৃষ্টি নিপতিত হয় না? বিপ্রবর্গের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহার ত পালন করিয়া থাক? তোমাদের পিতা কে, মাতা কে, নিবাস বা অবস্থিতি কোথায়? সমস্ত নিবেদন কর।

কুশ রামের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদের বংশজোদ্ভব কথায় প্রয়োজন কি? আপনার ন্যায়, ক্ষাত্রবীর্য্যহীন ব্যক্তিগণই তাদৃশী কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। রাজেন্দ্র! শীঘ্র যুদ্ধ করুন, কিজন্য বিলম্ব করিতেছেন? হয় যুদ্ধ করুন, না হয়, এই অশ্ব আমাদের নহে, বলুন।

রামচন্দ্র কহিলেন, তোমরা আত্ম পরিচয় প্রদান না করিলে, যুদ্ধ করিব না।

কুশ কহিলেন, কেবল ক্ষমাশীল দেবী সীতা আমাদিগকে প্রসব করিয়াছেন এবং মহর্ষি বাল্মীকি পিতার ন্যায়, আমাদের সমুদায় জাতকর্ম্ম বিধান, উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন, এবং সমগ্র বেদ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অধিকন্তু, আমরা তাঁহার নিকট মনের নির্বৃতিজনক রামচরিত অধ্যয়ন করিয়াছি। তত্তৎ অভ্যাসযোগে আমাদের দৃষ্টি নির্ম্মল, বুদ্ধি প্রসন্ন, মন সুস্থ ও প্রতাপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাতেই আপনার সৈন্য ও যোধসকল নিহত করিয়াছি। রাম! আপনার পুত্র, স্ত্রী, ধন কিছুতেই মমতা নাই। সেই

জন্য সৈন্যসকল যে হত হইয়াছে, তাহা আপনার গণনাই হইতেছে না। রাম! তোমার কি শক্তি নাই? অথবা রণে আসিয়া তাহা দূর হইয়া গিয়াছে? শক্তিহীন হইলে, কোন্ ব্যক্তি নিশিত শরপ্রয়োগে যুদ্ধ করিতে পারে।

জৈমিনি কহিলেন, সীতা শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রীমান্ রাম তাঁহাদিগকে আপনার পুত্র বলিয়া প্রতীতি করিলেন এবং আত্মাকে ধিক্কৃত করিয়া, তৎক্ষণাৎ ধনু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দারুণ মূর্চ্ছার সমাগমে রথনীড়ে নিপতিত হইলেন। জনমেজয়! মূর্চ্ছার অবসান হইলে অনন্তর ধর্ম্মাত্মা সত্যপরাক্রম রঘুনন্দন সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কপিসত্তম! এই দুই বীর কাহার পুত্র, অবগত হও। সুগ্রীব কহিলেন, রাঘব! আমার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, ইহারা দুই জনে পুরাণপুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ফলতঃ অরণ্যমধ্যে আপনারই প্রতিবিম্ব লক্ষিত হইতেছে। বিভো! আপনার প্রতিবিম্ব ব্যতিরেকে, আর কাহাকেই যুদ্ধে জয়যুক্ত বলিয়া আমার বোধ হয় না। যাহাহউক, অধুনা আমি আপনার সমক্ষে এই দুই বালকের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করি। এই বলিয়া বানররাজ সুগ্রীব বিশালশাখী সমুৎপাটনপূর্ব্বক তাহাদের পুরোভাগে প্রক্ষেপ করিলে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষ তিল তিল করিয়া, সুগ্রীবকে বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত করিলেন। তদ্দর্শনে সেনাপতি নীল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কুশ কোপসমন্বিত হইয়া, তাহাকে বাণবিদ্ধ করিলেন। তখন তৎপ্রমাণ মহাবল শত শত নীল প্রাদুর্ভূত হইয়া, একবারে রণস্থল ব্যাপ্ত করিলে, মহাবুদ্ধি কুশ

সবিশেষ বিচার করিয়া, জলৌকাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক তাহাদের সকলকেই বিদ্ধ ও ধরাতলে নিপতিত করিলেন। এবং স্বয়ং নীলও তাহাদের সহিত পতিত হইল। তদ্দর্শনে সৈন্য সকল রণে ভঙ্গ দিলে, রাম একাকী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কালানলসন্নিভ সুতীক্ষ্ণ নারাচ সকল মোচন করিলে, তৎসমস্ত, কৃপণের আলয়ে নির্দ্ধনের মনোরথের ন্যায় এবং আকাশে শরৎকালীন জলদপটলের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া, ধরাসাৎ হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, যুদ্ধে যে যে বাণ মোচন করিতে লাগিলেন, সেই সেই শরই কুশী·লব দুই জনের যুগপৎ আঘাতে চারিভাগ হইতে আরম্ভ হইল।

এইরূপে সর্ব্বলোক বিস্ময়জনক ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল। কুশীলব উভয়কেই তুল্য বল, দর্শন করিয়া, রঘুনন্দন বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদের সীতাবদন সদৃশ মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের শরাঘাতে অভিহত হইয়া, যুগপৎ মমতার ও মোহের দারুণ সংঘর্ষণ বশতঃ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত ও রথনীড়ে পতিত হইলেন।

জনমেজয়! কুশী লব জানকীপতি রামকে মূর্চ্ছিত জানিয়া তদীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার কুণ্ডল, কেয়ূর ও হার এবং লক্ষ্মণ ও রণপতিত বীরগণের অন্যান্য আভরণ সমস্ত গ্রহণ করিলেন। ঐ সময়ে লব কুশকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! এই মহাবল হনূমানকেও লইয়া যাইব। মাতৃদেবী জানকী ইহাকে দেখিলে, হর্ষিতা হইবেন, সন্দেহ নাই। তুমি রামের রমণীয় রথে আরোহণ কর। আর আমি লক্ষ্ম-

ণের সুরম্য রথে অধিরূঢ় হইয়া, গমন করি। জাম্বুবান প্রভৃতি সমুদায় বীরদিগকেও রথোপরি আরোপিত কর।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! হনুমান ও জাম্বুবান কখন মূর্চ্ছিত হয়েন না। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া লোচন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে লবকে ঐ কথা কহিতে শুনিয়া, হনূমান্ জাম্বুবানকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, রাম প্রভৃতি বীরগণ সকলেই বালকের বাণে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। অধিক কি ইহারা আমাকেও মূর্চ্ছিত করিয়াছে। এক্ষণে কুশ যদি বল পূর্ব্বক আমাকে সীতাসমীপে লইয়া যান, তাহা হইলে, আমি কি করিব। নিশ্চয়ই আমায় মরিতে হইবে।

তিনি এই প্রকার বলিতেছেন, এমন সময়ে লব তথায় সমাগত হইলেন। এবং কপট মূর্চ্ছিত হনূমান ও জাম্বুবানকে গ্রহণ করিয়া, ভ্রাতা কুশের সহিত জানকীর নিকটে গমন ও সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, আমি রামের সৈন্য সমস্ত জয় করিয়া, তাহাদের সকলের অলঙ্কার এবং আপনার কৌতুকার্থ এই দুই বানরকে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছি। অবলোকন করুন। ভ্রাতা কুশও যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া পুনরাগত হইয়াছেন।

সীতা তাঁহাদের দুইজনকেই আলিঙ্গন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই মানী বানরদ্বয়কে বনমধ্যে রাখিয়া আইস। আমাকে দেখিলে, ইহাদের মৃত্যু ও জীবহানি সংঘটিত হইবে। এই কথা কথা শুনিয়া লব তাহাদের দুইজনকে বনমধ্যে মোচন করিলেন। অনন্তর সীতা পুত্রদিগের

সমভিব্যাহারে সন্তুষ্টচিত্তে ঋষির রক্ষাধীনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে পরম তেজস্বী যশস্বী বাল্মীকি বরুণের আলয় হইতে ঋষিগণে পরিবারিত হইয়া, আগমন করিলেন। লব-কুশ তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাঁহার গোচর করিলেন। মহর্ষি সবিশেষ জানিয়া, অমৃতময় সলিল প্রোক্ষণপূর্ব্বক সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, মহাভাগ! এই লব কুশ আপনারই পুত্র; ইহাদিগকে গ্রহণ করুন। রাম গাত্রোত্থান করিয়া, সসৈন্যে স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে বাল্মীকি তদীয় অশ্ব মোচন করিয়া দিলেও, তিনি তাহাকে লইয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন। যাহা হউক, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে পুত্র সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া, রামের সান্নিধ্যে স্থাপন করিয়া, বালক কুশীলবের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। রাম স্ত্রী পুত্র লইয়া, পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজন্! পূর্ব্বে পুত্র-দ্বয়ের সহিত রামের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল অর্জ্জুনও স্বীয় তনয় বভ্রুর সহিত সেইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকি পিতা পুত্রের এই যুদ্ধ ঘটনা লোক মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। এই পরম পবিত্র রমণীয় আখ্যান শ্রবণ করিলে ও শ্রবণ করাইলে, পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া, চিরকাল তাহাদের সহিত সুখে ও আনন্দে জীবন যাপন ও চরমে পরম পদ প্রাপ্তি হয়, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। কাঞ্চনময় দিব্য বিমানে আরোহণ

করিয়া, স্বর্গভুবনে গমন করিতে পারা যায় এবং স্বর্গ-ভোগান্তে পুনরায় রূপবান্ ও লক্ষ্মীমান্ হইয়া, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ হয়। পুংস্কোকিলের শব্দ শুনিলে, যেমন কাকের শব্দ শুনিতে রুচি হয় না, সেইরূপ এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে আর কিছুই শুনিতে ভাল লাগে না।

---

## সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! বীরবর হংসধ্বজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, বভ্রুবাহনের সহস্র রথ ছেদন করিয়া দিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহার রথ নিপাতিত ও পরে শরীর বিদ্ধ করিয়া, তদীয় অস্ত্রসকল বিফল করিলেন। জনমেজয়! রাজর্ষি হংসধ্বজ বাসুদেবের বাক্য ও পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু স্মরণ করিয়া, রোষভরে পার্থতনয়ের পাঁচ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিলেন। বভ্রুবাহন পিতার উদ্দেশে শর পরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার অধীন সহস্র সহস্র সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার বাণে রাজা হংসধ্বজের ধ্বজ ও রথ সমুদায়ই পরমাণু হইয়া গেল এবং হৃদয় বিদ্ধ হইলে, তিনি স্বয়ং ধরাতলে পতিত হইলেন।

মহাবীর হংসধ্বজ পৃথিবী আশ্রয় করিলে, মহাবল সুষেণ যুদ্ধমানসে সমাগত হইয়া, নয়বাণে অর্জ্জুনপুত্রের হৃদয় আহত করিলেন এবং তিনবাণে তাঁহার ছত্র, চামর ও ধনু ছেদন করিয়া পুনরায় শত সহস্র বাণে তদীয় হৃদয়ে আঘাত করিতে

লাগিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় সহস্র বীর ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি শত গজ সংহার করিয়া, পৃথিবীকে মাংসপঙ্কে অতীব দারুণ ভাবাপন্ন করিলেন। ভৈরব, বেতাল, যক্ষিণী ও মৈরালগণের আনন্দের একশেষ উপস্থিত হইল। তাহারা শ্মশানভূমির ন্যায়, সেই রণভূমে সহর্ষে বিচরণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ঘোররূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, বভ্রুবাহন অর্দ্ধ-চন্দ্র বাণ প্রয়োগ করিয়া, সুবেগের সুবিশাল শির ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শত শত বাণপ্রহারে সেই ছিন্ন মস্তক তিল তিল করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রজ্বলিত প্রলয়পাবকবৎ প্রকোপিত হইয়া, অর্জ্জুনের সেনা রুদ্রসাধ্য-মরুৎকল্প বীরগণে সুরক্ষিত হইলেও, সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেহনাশে জীব ও পরমেশ্বর যেরূপ অবস্থিতি করেন, সেই সঙ্কটদিনে অর্জ্জুন ও কর্ণপুত্র সেইরূপ সংগ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যে সকল বীর মূর্চ্ছিত ও পুরমধ্যে আনীত হইয়াছিল, স্বয়ং উলূপী বিবিধ বিশল্যকরণী ঔষধপ্রয়োগে তাহাদের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। মানিনী উলূপী নাগরাজের দুহিতা। ধীমান্ পার্থ উহাঁকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছেন। সেইজন্য উলূপী প্রাণনাথের সৈন্যদিগকে প্রাণদান করিলেন। রাজেন্দ্র! অর্জ্জুন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদাকেও বরণ করিয়াছিলেন।

সে যাহাহউক, অর্জ্জুন ঐ সময়ে মহারাজ বৃষকেতুকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! সৈন্য সকল নষ্ট, সমস্ত দ্রব্য অপহৃত ও হংসধ্বজপ্রমুখ বীরগণও আমার সান্নিধ্যে নিপাত

ভিত হইলেন এবং স্বয়ং প্রদ্যুম্নও অচেতন অবস্থায় মণিপুরে নীত হইয়াছেন। ইহাঁরা দুই বীর আমার জন্য যুদ্ধ করিয়া সায়কপরম্পরায় ছিন্ন ভিন্ন হইলেন। অনুশাল্বকে আর দেখিতে পাইতেছি না। তিনিও যুদ্ধে পতিত হইয়াছেন। সুবেগেরও তদনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ঐ দেখ, ছত্র, ধ্বজ, ধনু, চামর, হার, কেয়ূর, কটক, মুকুট, সুতীক্ষ্ণ সায়ক, ত্রিশূল, এই সকল রাশি রাশি ছিন্ন ভিন্ন ও পতিত হইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়াছে। একমাত্র তুমিই কেবল আমার সহায়রূপে অবস্থান করিতেছ। আমার পক্ষে আর কেহই নাই। অধিক কি, তুমিই এখন আমাদের বংশধর পুত্র।

রাজন্! অর্জ্জুন এইপ্রকার কহিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সাক্ষাতে তদীয় কিরীটে উপবেশন করিয়া, ভয়ঙ্কর গৃধ্র শব্দ করিয়া উঠিল। অনন্তর তিনি দেখিলেন, তাঁহার নিজের ছায়ায় মস্তক নাই, মুখে নাসিকা নাই এবং চক্ষুতেও স্ফুলিঙ্গ নাই। তদ্দর্শনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী স্থির করিয়া, তিনি বৃষকেতুকে পুনরায় কহিলেন, বৎস! তুমি সত্বর হস্তিনায় সমাগত হইয়া, ধর্ম্মরাজ, ভীম ও বাসুদেব সকলকে এই সকল দুর্নিমিত্ত ও দুর্ঘটনার কথা বিজ্ঞাপিত কর। অদ্য তুমি যদি আমার সহিত যুদ্ধে বিনষ্ট হও, তাহা হইলে, আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। তুমিই এখন আমাদের একমাত্র বংশধর পুত্র। আর তুমি অনেক বার যুদ্ধ করিয়াছ, বাণে বাণে তোমার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। তুমি যদি প্রাণত্যাগ কর, আমি অনর্থক জীবিত ভার কোন মতেই বহন করিতে পারিব না। অতএব তুমি আমার আশা

ত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। হায়, আমা হইতে অকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল! রাজা যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অসিপত্র ব্রত-চর্য্যায় নিরত, কিন্তু যজ্ঞ হইল না। সুতরাং তিনি যজ্ঞান্তে অবভৃতাদি স্নান করিতে পাইবে না। যজ্ঞারম্ভে তাঁহার মস্তকে ব্যাঘ্রচর্ম্মসমন্বিত শত শত ছত্রও ধ্রিয়মাণ হইবে না। অধিক কি আমার জন্য একসহস্র গৌরী স্ত্রীও লাজবর্ষণ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অগ্রে গমন করিবে না, মণ্ডপমধ্যে ব্রহ্মঘোষ সমুত্থিত হইবে না। হায়! আমি তাঁহাকে যজ্ঞান্তে নমস্কার করিয়া, ব্রহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ যুক্ত করিতে পারিলাম না; আমার বৃথা জীবনে ধিক্! অতএব যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু হওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

বৃষকেতু কহিলেন, মৃত্যুভয়ে আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি কখনই গমন করিব না। পিতামহ ভাস্কর দেব মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে কোন্ সাহসে প্রতারিত করিব? অতএব আপনিই হস্তিনায় গমন করুন। বলিতে কি, আমি সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, আমার সেই একমাত্র পত্নী, সম্ভাষণ দূরে থাক্, আমার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবে না। অতএব অদ্য আপনি আমার পৌরুষ অবলোকন করুন। আমি সংগ্রামসমাগত বভ্রুবাহনকে আপনার সমক্ষে সসৈন্যে পরাহত করিব। যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ, স্বামী ও মিত্র ইহাদের জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তাহার অক্ষয় লোক-সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিক কি, তাহার কৈবল্য পর্য্যন্ত লাভ হয়। আপনি যাবৎ

সংগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন, তাবৎ যজ্ঞ বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই; অতএব আমায় বৃথা কি বলিতেছেন ?

বৃষকেতু এই প্রকার কহিয়া, ধনঞ্জয়কে নমস্কার করিয়া, সহর্ষে সুন্দর পতাকা বিশিষ্ট রথারোহণে বভ্রুবাহনকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যে সকল বীরকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছ, অদ্য আমি তাহাদের সকলেরই হিত বিধান করিব। বৃষকেতু এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, বীরবর বভ্রুবাহন সুশাণিত শরত্রয় প্রয়োগ পুরঃসর তদীয় হৃদয় আহত করিলে, ঐ সমস্ত শর তৎক্ষণাৎ স্বকার্য্য সাধন করিয়া,পিপাসাবশে যেন ভোগবতী সলিল পান করিবার আশয়ে ধরাতলে সবেগে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে কর্ণাত্মজ একবারে ছয়বাণে তদীয় বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, অর্জ্জুনাত্মজ নিরতিশয় ব্যথিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। কোনমতে আত্মাকে সংস্থাপিত করিয়া,অব্যাকুলচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধভরে কর্ণাত্মজের রথ তিল তিল করিয়া তাঁহার সারথি ও অশ্ব সকলকেও সংহার করত প্রবলপ্রতাপে শঙ্খধ্বনি আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কনকপুঙ্খ বিচিত্রিত শরপরম্পরায় বৃষকেতুর সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত ও সর্ব্বতোভাবে আহত করিয়া, পুনরায় তাঁহার সুবিশ্রুত রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শত সহস্র সায়কে তাঁহাকে বারংবার বিদ্ধ করিয়া, সতেজে ও সদম্ভে আগ্নেয় অস্ত্র যোজনা করিলেন। কর্ণাত্মজ বারুণাস্ত্র যোজনা করিয়া, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিহত করিলেন।

অনন্তর বায়ব্য, পার্ব্বত, ঐন্দ্র, কৌবের, ত্বাষ্ট্র

সৌর, শাম্ভব, চান্দ্র, যাম্য, কার্ত্তিকেয়কৃত মহাশক্তি এবং অন্যান্য অতি দারুণ ভয়ানক অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ পুরঃসর দুই-জনে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুই জনেই বীর এবং দুই জনেই যুদ্ধ বিশারদ। রাজেন্দ্র! উভয়ের ঐরূপ ঘোরতর যুদ্ধে অনেক বীর নিহত হইল। বোধ হইল, প্রলয়কালে স্বয়ং অন্তক যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রজা সকল সংহার করিতেছেন। এইরূপে দুইজনে ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐ যুদ্ধ ভূতগণের আনন্দ বর্দ্ধন ও রুদ্রগণের কেলি সমুৎপাদন করিয়া, যমনগরী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল।

জনমেজয়! অর্জ্জুনাত্মজ বভ্রুবাহন বৃষকেতুর শরজালে বেষ্টিত হইয়া, ঘোরতর বাণসকল প্রয়োগ করিয়া, তাহা ছেদন এবং বাড়বাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমি অনেক যুদ্ধ ও অনেককে সংহার করিয়াছি; কিন্তু কর্ণাত্মজ যেমন আমাকে বেষ্টিত করিয়াছে, কখনও এরূপ আমার ঘটে নাই। অতএব দেবরাজ যেমন বৃত্তকে, আমি তেমনি ইহাকে এই যুদ্ধে সংহার করিব। এই প্রকার কহিয়া, তিনি সেই বাণ বৃষকেতুর উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে,ঐ শর মহাত্মা কর্ণাত্মজের হৃদয়ে লগ্ন হইল এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, আকাশে ভ্রমণ করাইতে লাগিল। দিক্, বিদিক্,সরিৎ,সাগর, পৃথিবীর কোন স্থানেই পতিত হইল না। ইহা নিরতি বিস্ময়-রূপে পরিণত হইল। রাজেন্দ্র! এইরূপে ঐ শর কর্ণাত্মজকে ঘুরাইয়া লইয়া, তৃতীয় দিবসে মণিপুরে অর্জ্জুনের পুরোভাগে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। কর্ণাত্মজ ক্রোধভরে পুনরায় উত্থিত হইয়া, বভ্রুবাহনের রথে পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি

সহাস্যআস্যে ঐ শর সকল মোচন করিলে,তাহাদের আঘাতে তাঁহার অশ্ব, রথ, সারথি ও ধ্বজপ্রভৃতি সমুদায় নষ্ট হইয়া গেল। বভ্রুবাহন অন্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, বৃষকেতুর শর প্রহারে সেই রথ স্বর্গমণ্ডলে নীয়মান্ ও তাঁহার কলেবরও ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বভ্রুবাহন তৎক্ষণাৎ রথত্যাগ করিলেন। রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে সম্পাতি যেমন ভাস্করকরে দগ্ধ হইয়া পতিত হইয়াছিল, বভ্রুর রথও তেমনি দগ্ধ অবস্থায় ধরাতল আশ্রয় করিল।

বৃষকেতু পুনরায় অর্জ্জুনাত্মজকে শর প্রহারে গগনমণ্ডলে সূর্য্যমণ্ডলে প্রেরণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, বীর! পূর্ব্বে তুমি হংসধ্বজ প্রভৃতিকে জয় করিয়াছ। এক্ষণে আমাকে জয় করিলেই তোমার প্রকৃত পুরুষকার প্রখ্যাত হইবে। এই কথা বলিবামাত্র বভ্রুবাহন কর্ণাত্মজের শর-সকল ত্রিধা করিয়া, ক্রোধভরে অতিবলে তাঁহার উপর পতিত হইয়া, দুইকরে তাঁহার অধরে বারংবার মর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃষকেতু তাঁহাকে শরপরম্পরায় বিদ্ধ করিয়া কহিলেন, তুমি আমার প্রদ্যুম্নপ্রমুখ বান্ধবদিগকে পরাস্ত করিয়াছ। আমি কোন মতেই তোমাকে পরিহার দিব না। এই বলিয়া তিনি বভ্রুবাহনকে ভয়ঙ্কর শরসমূহের আঘাতে একবার আকাশে ও আরবার ভূতলে নীত করিয়া, মহাবীর অর্জ্জুনের কৌতুকবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধ সময়ে পিতৃদেব কর্ণের রথচক্র নিমগ্ন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি আপনার শরে এরূপে আকাশে নীত হন নাই।

বীর বৃষকেতু অর্জ্জুনের সম্মুখে সগর্ব্বে এই প্রকার বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, বভ্রুবাহন কুপিত হইয়া, পুনরায় সবলে তাঁহার উপরে পতিত হইলেন। সূর্য্য পৌত্রের শরজালে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হইয়া গেল। তখন উভয়ে ক্ষণমধ্যে রথত্যাগ করিয়া আকাশে উৎপতিত ও পুনরায় ভূপাতিত হইয়া রথসহ দৃশ্যমান হইলেন। অর্জ্জুন অবলোকন করিলেন, পরক্ষণেই উভয়ে উভয়ের শরপ্রহারে স্বর্গমণ্ডলে নীয়মান হইতেছেন। উভয়েরই গাত্রমাংস শরজালে সহস্রধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। গৃধ্র ও শ্যেন প্রভৃতি পক্ষীরা আকাশে বসিয়াই তৎসমস্ত ভক্ষণ করিতেছে। এইমাত্র একজন পৃথিবীতে অপরজন আকাশে এবং পরক্ষণেই তাহার বিপরীত লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐরূপ অবস্থায় পাঁচদিন অতীত হইলে, অর্জ্জুননন্দন পুনরায় সুতীক্ষ্ণ শরজালে বৃষকেতুকে সমন্তাৎ সমাচ্ছন্ন করিয়া, ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি ধন্য, আর কেহই নহে। কেননা কোন ব্যক্তিই এরূপ গৌরবসহকারে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে নাই। অধুনা, তুমি দেবদেব মাধবকে স্মরণ করিলেও আমার এই বাণে কোনমতেই তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে না।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! বভ্রুবাহন এই প্রকার বচন বিন্যাস পুরঃসর অর্দ্ধচন্দ্র শর গ্রহণ করিয়া, তাহার উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ মোচন করিলেন। কর্ণনন্দন অর্দ্ধপথেই সেই শর তিনখণ্ড করিয়া, হর্ষভরে যেমন চীৎকার আরম্ভ করিলেন, বভ্রুবাহন তৎক্ষণাৎ তেমনি কনকখচিত অপর বাণ মোচন

করিলেন। মুক্তমাত্র ঐ শর তদীয় কণ্ঠমালী ছেদন করিয়া, সত্বর আকাশে উত্থান করিল। বৃষকেতুর বিশাল মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া, অবিলম্বেই ধরাতলে পতিত এবং কন্দুক গতিতে অর্জ্জুনের পদদ্বয়ে গিয়া সংলগ্ন হইল।

---

## অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, কেশব, রাম ও নৃসিংহ ইত্যাদি নাম মালা জপ করিতে করিতে অর্জ্জুন কুণ্ডল মণ্ডিত উল্লিখিত বিশাল মস্তক তৎক্ষণাৎ কর যুগলে গ্রহণ করিলেন। ঐসময়ে বৃষকেতুর কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া শত শত শত্রুসংহার করিয়া, রণে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন এই বলিয়া, বৃষকেতুর উদ্দেশে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সমাপ্ত না করিয়াই কোথায় গমন করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত হইতেছে! হায়! তোমার মৃত্যুতে পাণ্ডবগণের সকল আশাই বিফল হইল। বৎস! উত্থান কর, উত্থান কর। শত শত নরপতি যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়াছেন। পূর্ব্বে তুমি যুদ্ধে অনেককে তুষ্ট ও অনেককে নিপাতিত করিয়াছ এবং পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক যৌবনাশ্বের অশ্ব আনয়ন করিয়াছিলে, আজি কিজন্য প্রাণ-ত্যাগ করিলে। বৎস! পক্ষীরা তোমার দেহ ভক্ষণ করিল। তোমার পিতা পূর্ব্বে স্বীয় গাত্র কর্ত্তন পূর্ব্বক ইন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন। তুমি ইন্দ্রনন্দনের জন্য কিন্তু

পক্ষিদিগকে নিজ কলেবর অর্পণ করিলে! ভীমসেন অনেক-বার যুদ্ধে গমন করেন। তৎকালে একমাত্র তুমিই সে সকল যুদ্ধে তাঁহার সহায় হইয়াছিলে, আর কেহই তাঁহার সাহায্য সাধনে সমর্থ হয় নাই। তুমি শত্রুর শোণিতাক্ত শির সকল স্বকরে সরোজরাজিবৎ সংগ্রহ করিয়া, পিতামহ সূর্য্যের অর্ঘ্য স্বরূপ প্রতিদিন দান করিয়া, আহ্লাদ অনুভব করিতে। বৎস! তোমার মৃত্যুতে অধুনা ধনঞ্জয় ও দিবাকর এই দুই বীর অবশিষ্ট রহিল; কিন্তু আমাদিগকেও তোমার শোকে আশু পতিত হইতে হইবে। বৎস! তোমার যশোবলে দিবাকরের ঊর্দ্ধস্থান প্রাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু তোমার মৃত্যুতে আমার অধোগতি লাভ হইল। পুত্র! এইরূপে তুমি আমার সহিত দারুণ শত্রুতা সাধন করিয়া গেলে? আমি তোমার পিতাকে বিমনস্ক অবস্থায় নিপাতিত করিয়া-ছিলাম। তুমি তাহাই চিন্তা করিয়া, দুঃখবশতঃ এইরূপে পতিত হইয়া, আমাকে নিহত করিলে? হায়, অদ্য তোমার মৃত্যুতে আমার সমুদায় সৈন্য হত হইল। বলিতে কি, অদ্য তোমার মৃত্যুতে মহাবীর অভিমন্যু বাস্তবিকই বিনষ্ট হইল! আমার বল বুদ্ধি সকলই ক্ষয় পাইল এবং স্বয়ং বাসুদেবও আমাকে যথার্থই ত্যাগ করিলেন! বৎস! সূর্য্যহীন পৃথিবী, দীপহীন গৃহ ও লিঙ্গহীন দেহ, ইহাদের যেমন শোভা নাই, তেমনি অদ্য তোমার বিরহে জয়শ্রী মলিন ও শোভাহীন হইল। কে আর তাহারে পরিগ্রহ করিবে? অদ্য পুরুষ-কার প্রকৃত ও পরাক্রম, ইহারাও আশ্রয় শূন্য হইল এবং অন্যান্য সদ্‌গুণ সমস্তও অনাথ ও অসহায় হইল। অয়ি হৃষী-

কেশ! তুমি কোথায়? আমি দারুণ দুঃখভারে অবসন্ন হইতেছি, তাহা জানিতেছ না এবং উদ্ধারার্থও এখানে আসিতেছ না? অতএব বোধ হয়, আমায় তুমি ত্যাগ করিয়াছ।

রাজন্! বীরবর ধনঞ্জয় এতাবৎ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক বৃষকেতুর বিশাল মস্তক সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, মূর্চ্ছার সমাগমে ধরাতলে পতিত হইলেন।

বভ্রুবাহন তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, ধনুঃকোটি দ্বারা স্পর্শকরত, সহাস্য আস্যে কহিলেন, অয়ি কুন্তীনন্দন! এই বৈশ্য বংশীয়গণ যশঃরূপ পোতে আরোহণ করিয়া, তুলনার্থ সংগ্রামসাগরে অবগাহন করিয়াছে। এক্ষণে তুমি উত্থান করিয়া, বৃষকেতুর এই বিশাল মস্তক দেবাদিদেব মহাদেবকে পূজা স্বরূপ অর্পণ কর। তিনি তুষ্ট হইয়া, পুনরায় পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিবেন।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর বলশালী পার্থ প্রবুদ্ধ ও জাতক্রোধ হইয়া, বৃষকেতুর মস্তক রথমধ্যে স্থাপন করিয়া, শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সতেজে রথারূঢ় বভ্রুবাহনকে কহিলেন, আমি তোমার সাক্ষাৎ মৃত্যু, তুমি আমার সম্মুখে কোথায় গমন করিবে? তুমি আমার বীরদিগের কাহাকেও সংহার ও কাহাকেও ধৃত করিয়াছ। আজি তোমাকে এই মহাযুদ্ধে কোপভরে সংহার করিয়া, সকলের মোচন করিব। সত্বর সায়ক গ্রহণ কর। তুমি যখন প্রিয়তম বৃষকেতুকে নিপাতিত করিয়াছ, তখন তোমার জীবন ক্ষয় হইয়াছে, জানিবে। আমি অনায়াসেই পর্ব্বতও ভেদ করিতে পারি, অতএব আমার প্রহার সহ্য কর।

জৈমিনি কহিলেন, মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, অর্জ্জুন তেমনি ঐ কথা বলিয়া,শরধারা মোচন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বভ্রুবাহনের সমক্ষে তদীয় মহাবল বল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ঐ সময়ে পার্থ সায়কসমূহে পুত্রের শরীর ভেদ করিয়া, মেঘগর্জ্জনবৎ গভীর নিস্বনে শব্দ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার শরপরম্পরায় বভ্রুবাহনের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সকল আকাশে নীয়মান এবং তথা হইতে মৃত-অবস্থায় চিত্রাঙ্গদার সমীপে উলূপীর দৃষ্টিগোচরে পতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের দুর্গপ্রাকার বিনাশন বাণসমূহে জগৎব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। বায়ু যেমন প্রবলপ্রবাহিত হইয়া শুষ্কপত্র সকল ধরাসাৎ এবং তৃণসকল গগনমণ্ডলে আবর্ত্তিত করিয়া থাকে; অর্জ্জুনের শরজালও তেমনি যোধদিগকে সংহার করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত করিতে লাগিল। রাজেন্দ্র! একদিকে পার্থের অস্ত্রতেজসমুদ্ভব প্রবল অনলে বিপক্ষ বল দগ্ধ ও অন্যদিকে তদীয় শরপুঙ্খসমুদ্ভব প্রবল পবনে তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। তিনি সমুদ্রগর্ভস্থ বড়বামুখের ন্যায়, রাশি রাশি রথ, বাজী ও হস্তী প্রভৃতি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। কাশীতে ভবভীত জনগণ মৃত্যুকালে মহাদেবকে দর্শন করিয়া, যেমন মুক্তি লাভ করে, তদ্রূপ যুদ্ধে যে যে পাপাত্মা ধনঞ্জয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহারাই দেহভারে মুক্ত হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি সহসা শরজালে বভ্রুবাহনকে এককালে আচ্ছন্ন করিয়া, ঘোররবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে, রোদোরন্ধ্র যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি

কোন্ সময়ে বাণ গ্রহণ সন্ধান ও মোচন করেন, কেহই তাহা দেখিতে বা বুঝিতে পারিল না। সকলেরই বোধ হইল, যেন প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। অথবা, মৃত্যু মূর্ত্তিমান্ হইয়া, স্বীয় ভৈরবী লীলা বিস্তার করিতেছে। ত্বদীয় শরপরম্পরায় বারংবার ঘাত প্রতিঘাতে দুর্গ সকল নিপাতিত, গৃহ সকল চূর্ণ ও গোপুর সকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইলে, স্ত্রী সকল পলায়নপর হইল এবং শরানলে স্ব স্ব পরিধান বস্ত্র দহ্যমান হইলে, নেত্র জলে তাহা নির্ব্বাণ করিতে লাগিল; কিন্তু অর্জ্জুনের তেজ কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবার নহে। পুররমণীরা অগত্যা নগ্নবেগে আলুলায়িত কেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ব্যাকুলমানসে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

এই সকল দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বভ্রুবাহন চারিশরে পিতাকে, দুই শরে তাঁহার দুই অশ্বকে, তিন শরে সারথিকে ও পাঁচশরে চক্ররক্ষক পুরুষদিগকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি যথাক্রমে এক, দুই, তিন ও চারি শর সন্ধান পুরঃসর তাঁহার ছত্র, চামর, ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া, অন্যান্য শত শত সুশাণিত সায়কে স্বয়ং অর্জ্জুনকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার রথস্থিত হনুমান্ কেও বিদ্ধ করিয়া, সহর্ষে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধবীর ও মহাবল পরাক্রান্ত। পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া, ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

বভ্রুবাহন সগর্ব্বে অর্জ্জুনকে কহিলেন, অয়ি কুন্তীনন্দন তুমি পূর্ব্বে দ্রোণ ও দেবগণের নিকট যে সকল দিব্য অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলে, অধুনা তোমার সেই সকল অস্ত্র কিরূপে

বিফল হইল? হে দুর্ম্মতে! তোমার সারথি কি নিমিত্ত এই যুদ্ধে সমাগত হইতেছেন না, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ? আমার জননী পতিব্রতা, কিন্তু তুমি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ তাঁহাকে আমার সমক্ষে দূষিত করিয়াছ। জাননা, সাধুদিগের প্রতি অকারণে দোষারোপ করিলে, বিষম ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। বাসুদেব এই কারণেই উপস্থিত যুদ্ধে তোমার সাহায্যার্থ সমাগত হয়েন নাই। দেখ, ইতিপূর্ব্বে তুমি যেখানে সেখানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, বাসুদেবকে স্মরণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্য লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ। অধুনা, তুমি সেই মহাত্মা বিষ্ণুকে স্মরণ করিতেও বিস্মৃত হইয়াছ। যাহাহউক, আমি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিতেছি, তুমি ইতিমধ্যে বাসুদেবকে স্মরণ করিয়া লও। ধনঞ্জয়! আমি প্রথমে কখনই তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না। অয়ি শক্রনন্দন! কর্ণের ন্যায় আমার সহিত তোমার যুদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে মহাত্মা কর্ণনন্দন বৃষকেতু যেমন বীরত্ব সহকারে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ শৌর্য্য ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদর্শন কর।

জৈমিনি কহিলেন, বভ্রুবাহন এইপ্রকার কহিলে, ধনঞ্জয় জাতক্রোধ হইয়া, সহাস্য আস্যে শত সহস্র কনকমণ্ডিত সায়ক সন্ধান করিয়া, রথারূঢ় পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বভ্রুবাহন ঐ সকল অগ্নিকল্প শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন না। প্রত্যুত বাণজাল বিস্তার করিয়া, গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন এবং অতীব প্রচণ্ড শিলাদিত শরপরম্পরায় সব্যসাচীকে বিদ্ধ করিয়া, গম্ভীর গর্জ্জন

করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় দেবী ভাগীরথীর অভিশাপে অভিভূত হওয়াতে, তৎকালে ইতিকর্ত্তব্যতা বিস্মৃত হইয়া উঠিলেন। ঐরূপে তিনি শাপমোহিত হইয়া, যে যে শর বা শস্ত্র সন্ধান করিতে লাগিলেন, পুত্রের হস্তে সেই সেই শর বা শস্ত্র এককালেই বিফল হইতে আরম্ভ হইল।

রাজন্! এই অবসরে বভ্রুবাহন কুপিত হইয়া, স্বীয় শরাসনে পরবীরনিপাতন অর্দ্ধচন্দ্রবাণ সন্ধান করিলেন। ঐ শরশিখাপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত এবং মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু ও বড়বানলসন্নিভ। তদ্দর্শনে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কম্পিত, সূর্য্য-প্রমুখ গ্রহসকল শঙ্কিত, বাসুকিপ্রমুখ ভুজঙ্গমবর্গ ভয়গ্রস্ত, দেবী বসুন্ধরা ত্রিধা বিদীর্ণ, শত শত উল্কা নিপতিত, শর্কর-সহিত সমীরণ প্রবাহিত এবং মেঘসকল রুধির বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ধনঞ্জয় প্রলয়ানলতুল্য উল্লিখিত শর সন্দর্শন করিয়া, ভয়ঙ্কর বাণজাল বিস্তার করিয়াও, তাহা প্রতিহত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি নিরুপায় ভাবিয়া, গোবিন্দের অনুধ্যানে যাবৎ প্রবৃত্ত হইলেন, তাবৎ ঐ বাণ তীব্রবেগে নিপতিত হইয়া, তদীয় কুণ্ডলমণ্ডিত সুশোভন মস্তক তৎ-ক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিল। রাজন্! ছিন্ন মাত্র ঐ শির ধরাতলে নিপতিত হইল। পশ্চাৎ তদীয় কবন্ধ বৃষকেতুর রথসান্নিধ্যে ভূপৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়া, বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজন্! কার্ত্তিক মাস একাদশী নিশামুখে মঙ্গলবারে উত্তরা-নক্ষত্রে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনের অনেকরত্নসংযুক্ত মনোহর মস্তক ভূপতিত হইল।

রাজন্! এইরূপে বৃষকেতু ও ধনঞ্জয় উভয়ের শির ধরা-

তল আশ্রয় করিলে; লোকমাত্রেই কর্কশবাক্যে কহিতে লাগিল, তুই সূর্য্য ধরাসাৎ হইলেন। ঐ সময়ে সুদারুণ হাহাকার সমুত্থিত হইল। বভ্রুপক্ষীয় যোধগণ সকলেই বিপুল পুলক লাভ করিল। বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে দিক্‌বিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। কন্যাগণ সকলে স্বীয় স্বামীর বিজয় লাভে হর্ষিতা হইয়া, রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে বভ্রুবাহনের পৌরুষগানে প্রবৃত্ত হইল। স্বয়ং বভ্রুবাহনও পিতৃসৌহার্দ্দ্য বিস্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, সবলে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ পুর পতাকা পরম্পরায় পরিশোভিত, পুষ্পপ্রাকারে অলঙ্কৃত, চন্দনসলিলে অভিষিক্ত,নৃত্যপরায়ণা মানবতী যুবতীগণে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত এবং অন্যান্য নানাবিধ নগরশোভন দ্রব্যে পরিব্যাপ্ত। তিনি প্রবেশ করিলে, দিব্য অম্বর ও দিব্য অলঙ্কার সকলে সমধিক শোভাশালিনী কামিনীগণ গোরোচনা, কুঙ্কুম ও দধিপ্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য হস্তে উলূপীর সহিত সংমিলিত হইয়া, তাঁহার নীরাজনার্থ প্রবৃত্ত হইল। এবং চিত্রাঙ্গদাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেবি! তুমিই ধন্যা। যেহেতু তুমি মহাবল বীরপুত্র প্রসব করিয়াছ। দেখ, তোমার এই পুত্র সর্ব্বদাবিজয়শালী অর্জ্জুনকেও বধ করিয়াছে।

বরাভরণভূষিতা পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা পুত্রের নীরাজনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়াই পতিত হইলেন। বভ্রুবাহনের মন্দিরে মহানন্দে মহাবিষাদ সমুপস্থিতহইল। সমবেত সমস্ত রমণী সহসা চিত্রাঙ্গদাকে পরিবেষ্টিত করিয়া, রোদন এবং চন্দনচর্চ্চিত সুশীতল সলিলে

বারংবার তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাকে বীজন, কেহ বা স্ব স্ব হৃদয়ে মুষ্ট্যাঘাত আরম্ভ করিল।

অনন্তর স্বামিনীকে পতিতা দেখিয়া, অপরা রমণী রাজার গোচরে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, নরশ্রেষ্ঠ! জানিনা, কি কারণে আপনার জননী অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইয়াছেন। উলূপীও ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি সত্বর তাঁহাদের দুইজনকে উত্থাপিত করুন, আপনার মঙ্গল হউক।

বভ্রুবাহন এই কথায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিয়া, তথায় যাইয়া দেখিলেন, স্বীয় জননী চিত্রাঙ্গদা বিমাতা উলূপীর সহিত কটিসূত্রমাত্র ধারণ ও তাড়কযুগল পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ধরাতলে পতিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি তাঁহাদের দুই জনকে উত্থাপিত ও দুই জনেরই নেত্র পরিমার্জ্জিত করিয়া, তাঁহারা সচেতন হইয়াছেন, দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনারা আনন্দের সময়ে দুই জনেই কি জন্য ধরাশায়ী হইলেন? যাহাহউক, আমি অশ্বের জন্য যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছি, শ্রবণ করুন। অর্জ্জুন নামে অশ্বরক্ষক কোন পুরুষ প্রদ্যুম্নপ্রমুখ রণসহিষ্ণু মহাবীরগণে পরিবৃত হইয়া, সমাগত হইয়াছিলেন। মাতঃ! আমি তাহাদের সকলকেই জয় ও অর্জ্জুনকে নিহত করিয়াছি। আর, বালক হইলেও, সমবেত সমস্ত বীরের গুরু বৃষকেতু নামে বিখ্যাত মহাবল কর্ণপুত্রও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বীর বৃষকেতু আমাকে যুদ্ধে বার বার মোহিত

ও অনেক শিক্ষা প্রদান করিয়া পরে অতি কষ্টে আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। সে যাহাহউক, কণ্ঠসূত্র, তাড়ক ও কর্ণভূষণ ইত্যাদি অলঙ্কার বিবর্জ্জিত হওয়াতে, আপনার রূপ নিরতিশয় অমঙ্গলবৎ আমার দৃষ্টিমার্গে বিচরণ করিতেছে।

চিত্রাঙ্গদা কহিলেন, তুমি আমার পাপরূপ পুত্র; স্বীয় পিতা, ধর্ম্মানুজ, নারায়ণসখা নররূপী অর্জ্জুনকে সংহার করিয়া, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিলে! রে মূঢ়! তুমি আমার মণ্ডপ ভগ্ন ও কণ্ঠসূত্র হরণ করিয়া পুনরায় আমার কর্ণে ভূষণ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া লজ্জিত হইতেছ না! তুমি স্বীয় পিতা অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়াছ, তোমার বীর্য্যে, তেজে ও বলে ধিক্! হায়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজি কি দশা হইবে! তিনি অভীষ্ট যজ্ঞে দীক্ষিত ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া, উৎসুকচিত্তে অর্জ্জুনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তুমি দুরাচার তাঁহার সর্ব্বনাশ করিলে! রে পাপ! তুমি অগ্নির ন্যায়, যাঁহা হইতে জন্মিয়াছ, তাঁহাকেই বিনাশ করিলে; আমার স্বামী বীর অর্জ্জুনকে বৃথা সংহার করিলে। তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই কিজন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে? রে পিতৃঘাতক! তোমার এই পরদেহবিদারণ শায়কপরম্পরা অর্জ্জুনকে নিহত করিয়া কিজন্য এখনও তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতেছে না। রে দুর্ম্মতে! তুমি এই মুহূর্ত্তেই এই হস্তস্থিত কর্ণভূষণ ত্যাগ কর; আমায় কি বলিতেছ? রে পাপ! এই খদিরাঙ্গারতপ্ত ঘোর শৃঙ্খলায় আমার প্রয়োজন কি? তুমি সত্বর ইহা

দূরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া, মদীয় কর্ণে লৌহময় শঙ্কু নিহিত কর। রে কুলাঙ্গার! কোথায় আমার স্বামীকে নিপাতিত করিয়াছ, দেখাইয়া দাও; কোনমতেই আর বিলম্ব করিও না। কেন না, আমিও তাঁহার সহিত গমন করিব। এই বলিয়াই চিত্রাঙ্গদা বিনির্গমন করিলেন এবং সমস্ত ভূষণ ফেলিয়া দিয়া, যেখানে অর্জ্জুন পড়িয়াছিলেন, তথায় সমাগত হইলেন।

হে ভরতর্ষভ জনমেজয়! উলূপী তাঁহাকে প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, দেবি! অর্জ্জুনের মৃত্যুবিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। এই দেখ, আমি নাগরাজপুরে প্রবেশ করি। পূর্ব্বে অর্জ্জুন ঐ স্থানে আমার সমক্ষে স্বীয় মৃত্যুবিষয়ে এইপ্রকার কহিয়াছিলেন, দেবি! এই পাঁচটি দাড়িম গাছ যখন আপনাআপনি পুড়িয়া যাইবে, তখনই জানিবে, আমার মরণ হইয়াছে। অতএব আইস, যে অরণ্যে তাদৃশ সঙ্কেত বিদ্যমান, তথায় গিয়া পর্য্যবেক্ষণ করি। এই বলিয়া নাগরাজদুহিতা উলূপী তাঁহাকে লইয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, পাঁচটি দাড়িম্ব বৃক্ষই বিনা অনলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে নাগরাজতনয়া বারংবার হা নাথ! এই কথা বলিতে বলিতে, চিত্রাঙ্গদার সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের ছিন্নমস্তকসান্নিধ্যে সমাগত হইলেন।

অনন্তর পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা আলুলায়িত কেশে পুত্রের সহিত উল্লিখিত প্রদেশে সমুপস্থিত হইয়া, অবলোকন করিলেন, প্রিয়তম পার্থ পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছেন। তদীয়

ছিন্ন মস্তক বিষ্ণুভক্ত. বৃষকেতুর সন্নিহিত তুমি আশ্রয় করিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি স্বামীর পদপ্রান্তে স্বীয় মস্তক ন্যস্ত করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে? আমি পরম পাপিনী বটি, কিন্তু তোমার পদস্পর্শে আমার সমস্ত পাতক তিরোহিত হইয়াছে। অতএব যেখানে যাইতেছ, আমায় সঙ্গে করিয়া লও। আমি তোমা বিনা ক্ষণ মাত্রও জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না। অয়ি নাথ! তুমি যদি পুত্রের কৃত অপমানবশতঃ রুষ্ট হইয়া থাক, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার দাসী। জীবিতেশ্বর! গাত্রোত্থান কর। কৌরবগণ পুনরায় বিরাটরাজের গোধন সমস্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে নিবারণ কর। দ্রুপদরাজ পুনরায় গুরুদেব দ্রোণের অপমান করিয়াছেন। তুমি কিজন্য তাহাকে বন্ধন করিয়া গুরুদেবের গোচরে উপস্থিত করিতেছ না? নাথ! পুনরায় দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে বীরগণ সমাগত হইয়াছে। তুমি রাধাচক্র ভেদ করিয়া, তাঁহাকে আনয়ন কর। আমি কখনো তোমার সমক্ষে তজ্জন্য সাপত্ন্যজ ভাব প্রকাশ করিব না। নাথ! এই সেই হুতাশন পুনরায় খাণ্ডবদহন জন্য সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁর প্রার্থনা পূরণ কর। বীর! ভগবান্ শূলপাণি পুনরায় কপট কিরাতবেশে তোমার শরণাগত বনচর শূকরকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তুমি কি জন্য বারণ করিতেছ না?

রাজন্! চিত্রাঙ্গদা স্বামীর মস্তক সযত্নে ধারণ করিয়া, এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণপুত্রের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া,

কহিলেন, অয়ি মহাবাহু! অর্জ্জুন ত্বদীয় পিতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। তথাপি তুমি পিতৃবৈর অবগত নহ। সরলচিত্তে অর্জ্জুনের উপকার করিয়াছ। কিন্তু দুরাচার বভ্রুবাহন তোমাকেও নিহত করিল। হা বৎস! আমি তোমার মৃত্যুতে হত হইলাম, বিনষ্ট হইলাম! বভ্রুবাহন! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার মনোগত সম্পাদন কর। খড়্গাঘাতে আমার মস্তক ছেদন করিয়া, পরশুরামকেও অতিক্রম কর। পূর্ব্বে রাম কেবল জননী রেণুকাকেই বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি পাপাত্মা পিতৃহত্যা করিয়া, অধুনা জননীদ্বয়কে বলপূর্ব্বক সংহার কর। তাহা হইলে, রেণুকা-সুত রাম কোন অংশেই তোমার তুল্যকক্ষ হইতে পারিবেন না। বৎস! সত্বর কাষ্ঠরাশি আনয়ন ও অগ্নি প্রজ্বালিত কর। সুব্রত! উলূপীর সহিত আমাকে অবিলম্বেই সেই অনলে দগ্ধ করিয়া ফেল। অর্থিগণের কল্পতরু সাক্ষাৎ বৃষকেতুকে বধ করিয়া তুমি যার পর নাই কষ্টতর কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তদ্দ্বারা নিরতিশয় শোক সমুদ্ভাবন করিয়াছ। বৎস! আমি আশা করিয়াছিলাম, হস্তিনানগরে গমন করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ, রুক্মিণী, সত্যভামা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, বিশালাক্ষী উত্তরা ও বাণনন্দিনী উষা, ইহাঁদের সকলের সহিত সাক্ষাৎ ও বিপুল ধন প্রদান করিব। কিন্তু কুলাঙ্গার কুপুত্র তুমি আমার সে আশা বিনাশ করিলে।

বভ্রুবাহন কহিলেন, মাতঃ! অর্জ্জুন আমার পিতা, এবিষয় আমায় বিদিত ছিল। এই জন্য আমি অশ্বকে অগ্রে করিয়া, নমস্কার করিবার জন্য তাহার সান্নিধ্যে গমন

করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে যে নিতান্ত দুরক্ষর বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা বলিবার নহে। যাহা হউক, পিতৃহত্যানিবন্ধন আমার সমুদায় কীর্ত্তিই বিনষ্ট হইল। অতঃপর লোকমাত্রেই আমাকে দেখিবামাত্র, পিতৃঘাতক বলিয়াই স্পষ্ট ত্যাগ করিবে। না দান, না যজ্ঞ, না ব্রত, না তপস্যা, না জ্ঞান, না তীর্থ, কিছুতেই আমার পিতৃহত্যা-পাতক প্রক্ষালিত ও পবিত্রতা সমুদ্ভাবিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, পিতৃদেব ধনঞ্জয় সাক্ষাৎ জগদ্গুরু বাসুদেবের মিত্র ও একান্ত অনুগত ভক্ত। সুতরাং আমাকে বৈষ্ণব হত্যার মহাপাতক ভোগ করিতে হইবে। আর স্বয়ং বাসুদেবও মিত্রের বধবার্ত্তা বিদিত হইলে, নিশ্চয়ই অতিমাত্র দুঃখভরে মদীয় সাক্ষাৎকারে এই স্থানে সমুপস্থিত হইবেন। আমি তখন কি বলিয়া, তাঁহাকে মুখ দেখাইব। তৎকালে সকল পাপবিনাশন কেশবের সন্দর্শনমাত্রেও আমার পিতৃহত্যাজনিত সমস্ত পাতক ক্ষালিত হইবে। এই জন্য, এই মুহূর্ত্তেই অগ্নিপ্রবেশে আমার শুভমতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে নাগরাজদুহিতা উলুপী একটী বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আমি পিতৃহত্যা করিব জানিয়াও তিনি কিজন্য ভূমিষ্ঠমাত্র কালসর্পবৎ আমাকে সংহার করিলেন না? তাহা হইলে, আমি দুরাত্মা জননীর শোকদায়ক হইতাম না। পূর্ব্বজন্মে আমি স্ত্রীলোকের বৈধব্যদানদীক্ষা বিষয়ে গুরু ছিলাম। সেই জন্য, এই জন্মে জননীর বৈধব্যদায়করূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব অদ্যই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াই সকল পাপের পরিহার করিব।

জৈমিনি কহিলেন,অনন্তর বভ্রুবাহন সমবেত প্রেষ্যবর্গকে আদেশ করিলেন, তোমরা কাষ্ঠরাশি সংগ্রহ কর। এ বিষয়ে কোনমতেই বিলম্ব করিও না। আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। চিত্রাঙ্গদা কহিলেন, রে পিতৃঘাতক দুর্ম্মতে! ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর। ধনঞ্জয় পুনরায় বাঁচিতে পারেন, যদি এরূপ কোন উপায় করা যায়।

উলুপী কহিলেন, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, ধনঞ্জয় বাঁচিতে পারেন, এরূপ উপায় আছে। বৎস বভ্রুবাহন! পাতালে মৃতসঞ্জীবন মণি আছে। শেষনাগরাজের ধনাগারস্থিত ঐ মণি মহাবিধ সর্পগণ সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে। এবং মৃত পন্নগদিগকে তাহার দ্বারা পুনরায় জীবিত করে। কর্কোট, হলিক, বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, দীর্ঘজিহ্ব, মূষকাদ, ভাস্বর, ইত্যাদি সর্প সকল দর্শনমাত্র দ্রুম ও তৃণ সহিত পর্ব্বতদিগকেও দগ্ধ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে কাহারো শতফণ,কাহারো দ্বিশত, কাহারো ত্রিশত, কাহার চতুঃশত, কাহার পঞ্চশত, কাহার ষট্শত, কাহার সপ্তশত, কাহার অষ্টশত এবং কাহার বা নবশত ফণা। বৎস! তুমি অবগত আছ, ইহাদের মধ্যে শেষ নাগ সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী, তিনি ধরা ও পর্ব্বত ধারণ করিয়া আছেন এবং রমাপতি রমার সহিত যথাসুখে তাঁহারই কর্ণমণ্ডলে শয়ন করিয়া থাকেন। এই শেষ নাগকে দর্শন করিলে, ব্যক্তিমাত্রেরই মহাভয় উপস্থিত হয়। অতএব কাহার সাধ্য,তাঁহার নিকট হইতে ঐ সঞ্জীবক মণি চালনা করে? সুতরাং,তোমার পিতার জীবিত বিষয়ে উপায় দৃষ্ট হইলেও, বিফল হইল। বৎস! বৈধব্য কোন-

মস্তেই সহ্য হইবার নহে। আমি এই মুহূর্ত্তেই স্বামীর সহগমন করিব। আমি সর্পিনী পতি হত্যা করিয়াছি। অতএব দেবী কুন্তী এখানে সমাগত হইয়াই আমার মুখ দর্শন না করিতেই, তুমি আমাকে মারিয়া ফেল। আমার সখী ও তোমার জননী এই চিত্রাঙ্গদাকেও সংহার কর। বৎস এই কলঙ্কিনীই পূর্ব্বে গরুড় ভয়ভীত সর্পদিগকে ঐ সঞ্জীবক মণি প্রদান করেন। কিন্তু শেষ নাগ কি পুনরায় উহা প্রত্য-র্পণ করিবেন! এই কারণেই আমার শোক হইতেছে।

বভ্রুবাহন কহিলেন, জননি! এমন কোন্ নির্ব্বোধ সর্প আছে, যে, মহাবীর অর্জ্জুনের আত্মজ আমি ক্রুদ্ধ হইয়া স্ববলে ধৈর্য্য সহকারে গর্জ্জন করিলে, ঐ মণিদান না করিবে? হয় আমি সপ্তপাতাল ভেদ, না হয়, ঐ সকল মহাবিষ পন্নগদিগকে বিকল করিয়া, সঞ্জীবক মণি আহরণ করিব। যিনি পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। আমি সেই পিতৃ-দেব অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি। অধুনা, কিরূপ উপায়ে মাতামহের নিধন করিব। প্রথমে সমাগত সর্প-দিগের সকলকেই সংহার করিব। পরে পিতৃদেবের সহিত মিলিত হইয়া, সঞ্জীবক মণির সাহায্যে তাহাদের প্রাণদান করিব। বৃষকেতুপ্রমুখ বীরগণও এই মণির প্রভাবে পুন-র্জ্জীবিত হইবেন। আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। সর্প-গণ জীবিত লাভান্তে যথাসুখে স্ব স্ব স্থানে প্রতি প্রস্থান করি-বেন এবং আপনাদের সঞ্জীবক মণিও সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন। অতএব আপনি এক্ষণে স্বীয় পতি ধনঞ্জয়ের রক্ষা

করুন। আমার অধীনস্থ বীরগণ আপনার সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করুক। দেবগণ সহিত তিন লোক অদ্য আমার বলবিক্রম পর্য্যাবলোকন করুক।

উলূপী কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি মণি সংগ্রহ বিষয়ে এ কি পৌরুষ প্রখ্যাপন করিতেছ এবং ঐ সকল মহাবিষ সর্পরাজদিগকেই বা কিরূপে অবমাননা করিতেছ? রাজা শেষ মহাকায় ও মনের ন্যায়, বেগবান্। তুমি দুর্ব্বল হইয়া, সবলদিগের সহিত শত্রুতা করিতে লজ্জিত হইতেছ না?

বভ্রুবাহন কহিলেন, জননি! আমি যাহা বলিলাম, কোন মতেই তাহা মিথ্যা হইবে না। যদি স্বয়ং মহাদেব, কিংবা ইন্দ্র যম ও কুবের জাতক্রোধ হইয়া, রক্ষা করেন, তাহা হইলেও, আমি সর্ব্বথা ভয়শূন্য হইয়া, বল প্রদর্শন সহকারে সর্প ও অসুরদিগকে চিত্রার্পিতের ন্যায় বিফল করিব।

উলূপী কহিলেন, বৎস! যাহাতে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা, তাদৃশ দুরধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি উপস্থিত বিষয়ে মন্ত্রিগৌরব নিয়োগ করিব। পুণ্ডরীক নামে আমার মন্ত্রবিদ্‌বরিষ্ঠ মন্ত্রী ও সখা আছেন। আমি তাঁহাকেই পাতাল ভুবনে পিতৃদেব শেষের সান্নিধ্যে প্রেরণ করিব। তিনি সকলের মন কৃপাযুক্ত করিবেন। বুদ্ধি ও শান্তি দ্বারা যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, কোন্ বুদ্ধিমান্ পুরুষ-পৌরুষ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন?

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! উলূপী পুত্র বভ্রুবাহনকে এইরূপে নিবারিত করিয়া, তৎক্ষণাৎ পুণ্ডরীককে আহ্বান ও

অর্জ্জুনের জীবনার্থ আদেশ করিলেন, তুমি আমার কণ্ঠভূষণ ও কর্ণপত্র গ্রহণ করিয়া,সত্বর নাগরাজ শেষ সকাশে গমন কর। সেই মহাত্মা শেষ যখন দুষ্ট সঙ্গ বিবর্জ্জিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া, অবস্থিতি করিবেন, তুমি সেই সময়ে তাঁহার গোচরে পুত্রকৃত এই ঘটনা নিবেদিত করিয়া, যাহাতে তোমার হস্তে তিনি মণি প্রদান করেন, তাহা করিবে। প্রার্থনা করি, গমন সময়ে পথিমধ্যে তোমার যেন কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়।

জৈমিনি কহিলেন, ভারত! পন্নগ পুণ্ডরীক শোকসন্তপ্ত উলূপীকে সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া, যুক্তিযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিল, দেবি! আপনার আজ্ঞায় আমি সর্পরাজ ভবনে গমন করিব। আপনি পুত্রের সহিত স্বামীর রক্ষা করুন। পৃথিবীতে মৃত্যুমুখ নিপতিত জন্তুমাত্রেরই শরীর নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং অর্জ্জুনের এই মৃত্যুদেহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। এ দিকে, রাজসভায় কোন ব্যক্তিই শীঘ্র কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না। রাজাদের অনেক কাজ। সৌহার্দ্দ্যও স্মরণ করিতে তাহাদের অবসর হয় না। এই জন্য, অর্জ্জুনের দেহ আমি দংশন করিতেছি। আমার বিষের প্রভাবে উহা নষ্ট হইবে না। রতি যেমন অনঙ্গের রক্ষা করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনি অর্জ্জুনের রক্ষা করিবেন।

বভ্রুবাহন কহিলেন, পন্নগ! তুমি প্রথমে বৃষকেতুর দেহ দংশন কর। ইনি আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া, আমারই হস্তে নিপতিত হইয়াছেন। পিতৃদেব এই বৃষকেতু বিনা কোন মতেই প্রাণ ধারণ করিবেন না। অতএব ইনি যাহাতে

বাঁচিতে পারেন, তজ্জন্য পিতৃদেবের সহিত ইহাঁকেও দংশন করিয়া, প্রস্থান কর। আমি অর্জ্জুনের দেহ সর্ব্বথা রক্ষা করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জৈমিনি কহিলেন, তখন পুণ্ডরীক বভ্রুবাহনের বাক্যানুসারে বৃষকেতু সহিত পার্থকে দংশন করিয়া, সবেগে নাগরাজ ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিল। প্রথমে মহাসর্পবিভূষিত ভয়ঙ্কর তলবিভাগ তাহার দর্শনগোচরে পতিত হইল। শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করেন,ঐ তলের পরিমাণ অযুত যোজন। উহা সর্ব্বত্র কাঞ্চনময়, পরম সুন্দর, বিপুল কাননসম্পন্ন ও দিব্যরূপশালিনী নাগকন্যাগণে পরিবেষ্টিত। অনন্তর পুণ্ডরীক দিব্যচম্পকবিভূষিত বিতলে প্রবেশ করিল। তদনন্তর সুন্দর ফলবিশিষ্ট কাঞ্চনবর্ণ শমীবৃক্ষে সুশোভিত সুতলে সমাগত হইয়া তথা হইতে বিচিত্রচিত্রিত আম্রবৃক্ষ ও মরকতময় দিব্যচন্দন কাননে পরিবৃত মহাতলে প্রবেশ করিল। তৎপরে পরমাদ্ভুত রসাতল সন্দর্শন করিয়া,তাঁহার নিরতি বিস্ময় সমুপস্থিত হইল। এই রসাতল বিচিত্র দোলাধিরূঢ় বিচিত্ররূপশালিনী পন্নগকামিনীগণে সমধিক বিরাজমান। পুণ্ডরীক তথা হইতে পাতালে গমন করিয়া, হাটকেশ্বর নামক পরম লিঙ্গ সন্দর্শন করিল। ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি ভোগবতী তীরে প্রতিষ্ঠিত। পরম মনোহর বিগ্রহ সর্পগণ আত্মানুরূপ রূপবিশিষ্ট ঘন পীনপয়োধরা স্ত্রীগণের সহিত সংমিলিত হইয়া, দিব্য চম্পক কুসুমযোগে তাঁহার পূজা ও নিরন্তর স্তব করিয়া থাকে। পুণ্ডরীক মহাপাতকবিনাশন, পরম সুগন্ধি ও সুনির্ম্মল ভোগবতী সলিলে স্নান সমাধানানন্তর হাটকেশ্বরকে প্রণাম করিয়া,পরম

প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর শেষনাগের সুবিশাল ও সুরম্য ভবনে প্রবেশ করিল। দিব্য বৃক্ষ ও দিব্য লতাসমূহ, অমৃত, সুধাপূর্ণ লর্ব, কুণ্ড, ইত্যাদিতে ঐ ভবন অলঙ্কৃত ও মহাসর্প সকলে সুরক্ষিত এবং বিবিধ বিচিত্র ভাব, বিচিত্র রত্ন ও বিচিত্র সত্বসমূহে মণ্ডিত ও বিরাজিত। সহস্র কর্ণধারী শেষ-নাগের সান্নিধ্যবশতঃ উহার শোভার সীমা নাই।

পুণ্ডরীক তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিল; পরম প্রভাবাপন্ন নাগরাজ শেষ কর্কোটক প্রভৃতি পন্নগগণে পরিবৃত হইয়া, কায়মনোবাক্যে ভগবানের নাম জপ করত আসীন রহিয়াছেন। পুণ্ডরীক দর্শনমাত্র সম্মুখীন হইয়া, প্রণাম করিয়া, তদীয় দুহিতার কটিসূত্র ও কর্ণপত্র তাঁহাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, পন্নগরাজ! ভবদীয় হিতা-ভিলাষিণী উলূপী আমাকে আপনার পার্শ্বে প্রেরণ করিয়া-ছেন। তদনুসারে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

শেষ কহিলেন, মদীয় দুহিতা উলূপীর পতি মহাবাহু সুবিখ্যাত পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়, স্বয়ং কৃষ্ণকে সারথি ও মহা-দেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করিয়া, তৎপ্রদত্ত বর প্রভাবে সুরাসুর সকলেরই অজেয় হইয়াছিলেন। শঙ্করের বাক্য কখন অন্যথা হইবার নহে। বিশেষতঃ ধনঞ্জয় সাতিশয় বিষ্ণুভক্ত ও বিশিষ্টরূপ ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ। তদীয় পৌরুষ আমার পরিজ্ঞাত আছে। কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে বিনাশ করিল? বাসুদেব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? বাসুদেব যাহাকে ত্যাগ করেন, কোন্ ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? আবার বাসুদেব বতীত অন্যে সেই পতিত ব্যক্তির উদ্ধার

সাধনে ক্ষমবান্ হয় না। যাহাহউক, মদীয় হিতৈষিণী দুহিতা উলূপী কি জন্য তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, সমস্ত হেতু নির্দ্দেশ কর। পার্থ পতিত হইয়াছেন শুনিয়া, আমার পরম বিস্ময় সমুদ্ভূত হইল।

পুণ্ডরীক নিবেদন করিল, রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি জ্ঞাতি ও গুরু নিহত করিয়া, অতিশয় শোকাকুল হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহাদের বধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, অশ্বমোচন করিলে, বভ্রুবাহন ঐ অশ্ব গ্রহণ করেন। তজ্জন্য অশ্বের রক্ষক অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের মণিপুরে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ধনঞ্জয় ভীষ্মকে সংহার করিয়া, গঙ্গার শাপে মোহিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ যুদ্ধে পুত্র বভ্রুবাহনের হস্তে নিহত হইয়া, ধরাশায়ী হইয়াছেন। অয়ি মহামতে! উলূপী পরম প্রিয়তম স্বামীর পুনর্জ্জীবন বিধানজন্য পরম আশান্বিতা হইয়া, আমাকে দূতস্বরূপ ভবদীয় গোচরে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার যেরূপ মহৎ বৈভব, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া, যুদ্ধনিহত নিজ জামাতাকে পুনর্জ্জীবন দান ও ধর্ম্মরাজের মহাযজ্ঞ সম্পাদিত করুন। সর্ব্বদা পরোপকার সাধন জন্যই মহতের বৈভব, আর অসতের বৈভব কেবল পরের সর্ব্বনাশ নিমিত্ত। ধন বা বল প্রদান করিয়া, পতিতদিগকে রক্ষা করাই ভবাদৃশ মহাত্মাগণের একমাত্র কার্য্য।

জৈমিনি কহিলেন, পুণ্ডরীক এই প্রকার প্রার্থনা পরিজ্ঞাত করিলে, মহাত্মা শেষ সমবেত মহাসর্পদিগকে সম্বো-

ধন করিয়া কহিলেন,বিধাতার চরিত অবলোকন কর। যাহা-হউক, আমি এক্ষণে অর্জ্জুনের জন্যে সঞ্জীবক মণি প্রদান করিব। অয়ি পন্নগগণ! পার্থ যদি পুনরায় জীবিত না হয়েন, তাহা হইলে আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, শরীর, প্রাণ, এ সকলে প্রয়োজন কি? অতএব অদ্য আমি অমৃত ও মণি প্রদানপূর্ব্বক মৃত অর্জ্জুনের জীবন বিধান করিব। ভগবদ্ভক্ত পুরুষের উপকার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করা পরম পাল্য ধর্ম্মব্রত। যাহারা অপনয় কর্ত্তা, স্বয়ং কেশব তাহাদের শাস্তারূপে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। তিনিই এই অর্জ্জু-নকে হয়মেধ উপলক্ষে দণ্ডবিধান করিয়াছেন। অতএব আমি আজ্ঞা করিতেছি, পুণ্ডরীক মণি গ্রহণ করিয়া, এ স্থান হইতে প্রস্থান ও বিষ্ণুভক্ত অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন সংবিধান করুক।

সর্পেরা শেষের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সকলেই দুঃখিত হইল এবং মনে মনে অশুভ কল্পনা করিতে লাগিল! তাহা-দের মধ্যে পরম বুদ্ধিমান্ ধৃতরাষ্ট্র নামক সর্প ধরাধর শেষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সংসারে দানশীল ব্যক্তিগণের অদেয় কিছুই নাই। তথাপি, নাথ! আমার যেরূপ বলা উচিত, তাহা বলিব। রাজন্! মর্ত্ত্যলোকে মৃত মনুষ্যের উপকা-রার্থ এই সঞ্জীবকমণি ছাড়িয়া দেওয়া আপনার পক্ষে বিহিত বোধ করি না। যে ব্যক্তি গুরুঘ্ন ও কৃতঘ্ন, না মণি,না মন্ত্র,না ঔষধি, না দেবতা, কিছুই তাহার কার্য্যকারক বা ইষ্টসাধক হয় না। অসত্যপ্রকৃতি মানবগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে পুনরায় জীবিত হয় না। ফলপ্রদ পাদপসকল কখন আপনার

মূল প্রদর্শন করে না। কিন্তু আপনি পন্নগগণের সর্ব্বস্ব এই সঞ্জীবক মণি দান করিতেছেন। নাথ! এ দিকে গরুড়ের সহিত সর্ব্বদাই আমাদের বিবাদ বিসংবাদ ঘটিয়া থাকে। গরুড় কেবল মাতঙ্গ মুনির শাপভয়ে পাতালে প্রবেশ করে না। সে মর্ত্ত্যলোকে এই মণি দেখিতে পাইলে, কি লইয়া যাইবে না? আর, মানুষেরাও স্বভাবত কৃতঘ্ন। তাহারা এই মণি পাইলে, গর্ব্বিত হইয়া, এখান হইতে পুনরায় অমৃতও গ্রহণ করিবে। তাহাদের মৃগলোচনা রমণীবর্গও নির্ভয়ে আমাদের কর্ণস্থিত মণি গ্রহণ করিয়া, ধারণ করিবে। এইরূপে সুধাহীন ও বিষাধার মণিহীন হইলে, আমাদের সকলকেই নির্ব্বিষ বাজিল সর্পের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। বাজিল হইয়া, জীবন ধারণ বিড়ম্বনামাত্র। অর্জ্জুন জীবিত হইলে, পুনরায় মণিপ্রদান করিবে, বোধ হয় না। পুনশ্চ বিষহীন ও শ্রীহীন মণির অভাব হইলে, উদরম্ভর ভিক্ষুকেরা সর্পদিগকে গৃহে গৃহে ভ্রমণ করাইয়া বেড়াইবে। রাজন্! যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে, রাজাদের হিত সম্ভাবনা, মন্ত্রিগণের বুদ্ধি সাধ্যে সেই মত মন্ত্রণা উপদেশ করাই একান্ত কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহা শুনুন বা না শুনুন, সে পরের কথা।

জৈমিনি কহিলেন, ধরণীধর বাগ্মী শেষ এই কথা শুনিয়া, সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সহাস্য আস্যে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, আমি তোমার কথায় মহাত্মা অর্জ্জুনকে মণি না দিয়া, কিরূপে স্বয়ং ধারণ করিব। মূর্খের সহিত বাস কেবল অনর্থের হেতু। জলধি, পাতাল, অনল ও অত্যুচ্চ স্থান, এই সকলে পতিত হইয়া, আত্মহত্যা করা ভাল, তথাপি বিবেক-

হীন মূর্খের সহবাস কিছুই নহে। এই মণি প্রদান করিলে, আমার পরম কীর্ত্তি সঞ্চয় হইবে। কেন না, অর্জ্জুন ইহার প্রভাবে জীবিত লাভ করিবেন। মূঢ়! ভাবিয়া দেখ, কৃষ্ণের অসাধ্য কিছুই নাই। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্ কৃষ্ণের মহিমা জানিতে উৎসুক হইয়া, বৎস সহিত গোপদিগকে তাঁহার নিকট হইতে হরণ পূর্ব্বক স্ব স্থান সত্যলোকে আনয়ন করিয়াছিলেন। গোপগণ সত্যলোকে সমাগত হইয়া, বালক কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিল, যেখানে কৃষ্ণের সমাগম নাই, সেই বিফল সত্যলোকে ধিক্! অদ্য কিজন্য আপনি আমাদিগকে বঞ্চনা করিলেন? আমরা শুনিয়াছিলাম কমল হইতে আপনার জন্ম হইয়াছে। কিন্তু অদ্য তাহা মিথ্যা বোধ হইল। ভগবান্ হরির নাভিতে যে কমল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই পাতক ভস্ম সমুদ্ভূত। নতুবা কমলযোনি ব্রহ্মা কি জন্য কৃষ্ণপ্রিয় আমাদিগকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিলেন। ব্রহ্মা তাহাদের কথা শুনিয়া যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। এ দিকে ভগবান্ গোবিন্দ পুনরায় সবৎস গোপদিগকে তাহাদের যাহার যে আকৃতি প্রকৃতি, তদনুরূপে সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের পরিবারবর্গের প্রীতি বিধান করিলেন। অতএব ভগবান্ বাসুদেব মৃতপুত্রা কুন্তীকেও কি শোকহীনা করিবেন না? তাঁহার প্রভাবে তৃণ যেমন বজ্র হয়, বজ্রও আবার তেমনি তৃণ হইয়া থাকে। অতএব ধৃতরাষ্ট্র! আমি মণি প্রদান করিব, এ বিষয়ে আমার বিচারণা নাই। সাধুগণ পরের উপকারের জন্যই ইহলোকে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি

দধীচি দেবকার্য্য বিধান করত, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিল, কৃষ্ণই যদি মণি স্থানীয় হইয়া, অর্জ্জুনকে পুনর্জ্জীবিত করেন, তাহা হইলে, আপনি বৃথা কেন আমাদের জীবনোপায় মণিপ্রদান করিতেছেন? অথবা গরুড়ের হস্তে সর্পকুলনাশ যদি আপনার একান্তই অভিমত হইয়া থাকে, মণি প্রদান করুন; আমরা আর দ্বিরুক্তি করিব না।

---

## ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, ধরাধর শেষ ধৃতরাষ্ট্রের এবংবিধ বাক্য আকর্ণন করিয়া পুণ্ডরীককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সর্পগণ কোন মতেই মণি দিতে সম্মত নহে। তুমি বভ্রুবাহনকে গিয়া বল, সর্পগণ আমার কথা গ্রাহ্য করিল না। দুষ্ট প্রাণিরা পরের উপকার জন্য জন্মগ্রহণ করে না। অতএব তুমি কেশবকে ত্যাগ করিয়া কিজন্য আমার নিকটে বৃথা মণি যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছ? আমাদিগের হস্ত পদ নাই। সেইজন্য আমরা সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে বাস করি।

পুণ্ডরীক এই কথায় হতাশ হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইল; যেখানে অর্জ্জুন বভ্রুবাহনের সৈনিকবর্গে পরিবৃত হইয়া, পতিত রহিয়াছেন, শত শত কর্পূর দীপ ও চন্দন প্রদীপের সুনির্ম্মল সমুজ্জ্বল প্রভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকময় হইয়াছে। রাজন্! পন্নগী উলূপী চিত্রাঙ্গদার সহিত সংমিলিত হইয়া, বারংবার অর্জ্জুনের নাম উচ্চারণ করত

তথায় রোদন এবং আশান্বিতা হইয়া, উৎসুকহৃদয়ে পুণ্ডরী-কের সমাগম চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে পুণ্ডরীককে বিফল হইয়া প্রত্যাগমন করিতে অবলোকন করিলেন।

পুণ্ডরীক তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিল, মানান্ধ সর্পগণ ক্রোধান্ধ হইয়া মণিপ্রদান করিল না। অতএব আপনি পুত্রকর্ত্তৃক প্রজ্বলিত পাবকে যথাসুখে প্রবেশ করুন।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! পুণ্ডরীকের কথা শুনিয়া বভ্রুবাহন জাতক্রোধ হইয়া, সমস্ত সৈন্যকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের রক্ষাবিধান করিয়া সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলেন। রোষভরে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুবর্ষণ ও কর্ণপথে অগ্নিশিখা সকল বিনির্গত হইতে লাগিল। শেষ কোথায়, বাসুকি কোথায়, তক্ষকাদি অন্যান্য পন্নগগণ কোথায় এবং কর্কোটক, শংখ, ধূলিক ও ধৃতরাষ্ট্র ইহারাই বা কোথায়? আমি অদ্য তাহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মণি, অমৃত ও বিত্তজাত গ্রহণ করিব। ধর্ম্মরাজের অনুজ, স্বয়ং কৃষ্ণের দাস ও আমার পিতা অর্জ্জুন আমার সমক্ষে ভূমিতে শয়ন করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অদ্য মদীয় সৈনিকগণ অবলোকন করুক, রসাতলবাসী সর্পগণ সকলেই অর্জ্জুনের জন্য দগ্ধদেহ ও ভস্মতুল্য হইয়াছে। অদ্য ভোগ-বতী সলিল মদীয় বাণজালে নির্ভিন্ন ও মর্ত্ত্যলোকে সমাগত হইয়া, অর্জ্জুনের কলেবর প্রক্ষালন করত অবস্থিতি করুক। অদ্য মানবী রমণীরা সর্পদিগের মণিপরম্পরা অলঙ্কারস্বরূপ স্ব স্ব দেহে ধারণ করুক। যাহাদিগকে আমি যুদ্ধে সংহার

করিয়াছি, তাহারা সকলেই অদ্য জীবিত হউক। অদ্য দেবদেবশঙ্কর স্বয়ং নাগরাজ শেষের জন্য সম্মুখীন হইলেও, অবনতমস্তক দ্বারা নিবারণ করিব, সন্দেহ নাই। অদ্য লোকমাত্রেই অবলোকন করুক, আমার শরসমূহে সমস্ত সংসার সমাছন্ন হইয়াছে। এই বলিয়া বভ্রুবাহন পাতালমুখ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে চালন করিলেন।

বলশালী বভ্রুবাহন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া নাগরাজ শেষ আপনার নয়বর্জ্জিত ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র বভ্রুবাহনের রোষ উৎপাদন করিয়াছে! পূর্ব্বে কুরুকুলসমুৎপন্ন ধৃতরাষ্ট্র মূর্খতাবশতঃ যেমন স্বীয় বংশনাশ করিয়াছিলেন, আমাদের বংশীয় ধৃতরাষ্ট্রও তেমনি আমাদিগকে বিনষ্ট করিল! কোন্ ব্যক্তি কৃষ্ণভক্ত পুরুষদিগকে সংগ্রামে জয় করিতে পারে? আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, অদ্য বভ্রুবাহন কালানলকল্প শরজালে রসাতল ব্যাপ্ত করিয়া, সর্পকুল নির্ম্মূল করিবে একক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রই এই মহাবল বীরের সহিত যুদ্ধ করুক কেন না, যে যাহার বীজ বপন করে, সেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। কর্কোটক, তক্ষক ও অন্যান্য সর্প সকলও যুদ্ধার্থ গমন করুক।

অনন্তর সর্পরাজ শেষের আজ্ঞায় সর্প সৈন্যসকল পুরীর বহির্গত হইল। তদ্দর্শনে সর্পবীরগণ চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে বিষরাশি বমন ও বর্ষণ এবং বিধমন করত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। তাহাদের কাহারও শত মস্তক, কাহারও দুই শত, কাহারও তিন শত এবং কাহারও বা চতুঃশত

মস্তক। তাহারা সকলেই দিব্যরূপ, দিব্যদেহ ও দিব্য কবচবিশিষ্ট; সকলেই ধন্বী ও মত্তমাতঙ্গে আরূঢ়। সকলেরই মস্তক মণিরত্নবিভূষিত ও সমুজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন এবং সকলেই বিচিত্র বেশবিন্যাসে বিরাজিত ও সুবর্ণময় বিচিত্র অলঙ্কারে মণ্ডিত। রাজেন্দ্র! তাহারা হার, কুণ্ডল, কেয়ূর, কীরিট ও মুক্তামালা, এই সকলে বিরাজমান হইয়া, কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ রথে ও কেহ বা পদব্রজে অর্জ্জুননন্দনের সমীপে যুদ্ধার্থ গমন করিল এবং পঞ্চ যোজন ভূমি ব্যাপ্ত করিয়া রণমধ্যে অধিষ্ঠিত হইল। তাহাদের মুখ হইতে ভয়ঙ্কর বিষরাশি বিনির্গলিত হইয়া,সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ বিস্তার সহকারে অর্জ্জুননন্দনের সৈন্য সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যেই সর্প ও মনুষ্য উভয়ের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাশি রাশি খড়্গ, গদা, কুন্ত, পরশু, প্রাস, তোমর ও শক্তি পতিত ও পাত্যমান হওয়াতে, ঐ যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর ও তুমুল হইয়া উঠিল।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও চন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ যুদ্ধদর্শনবাসনায় গগমনণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া, অবস্থান করত, কেহ নাগপতি শেষের জয় ও কেহ বা বভ্রুবাহনের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে, সহস্র সহস্র মনুষ্য সর্পগণের দংশনে বিষমোহিত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। ধৃতরাষ্ট্র বিবিধ ভয়ঙ্কর শস্ত্রাস্ত্র প্রয়োগ পুরঃসর পার্থপুত্রের একবিংশতি সহস্র সৈন্য নিপাতিত করিল।

তদ্দর্শনে বভ্রুবাহন জাতক্রোধ হইয়া,অমিততেজা বিষ্ণুর

স্মরণপ্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে রথহীন ও অশ্বহীন করিয়া, তাহার সৈন্যদিগকেও নিস্তেজ ও মোহাচ্ছন্ন করিলেন। ভারতী তদীয় শরে মণি সকল ছিন্ন ভিন্ন ও সর্পগণের কর্ণমণ্ডল পরিচ্যুত হইয়া, প্রলয়কালে গগনমণ্ডল পরিভ্রষ্ট ভূপতিত নক্ষত্র মালার ন্যায়, শোভমান হইল। তৎকালে মহাবিষ সর্প সকল চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করাতে, বভ্রুবাহন, রৌদ্ররূপী মহাদেবের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে ভস্মপ্রায় নিরীক্ষণ করিয়া, সর্ব্বসর্পবিনাশন মধুবৃষ্টি আরম্ভ করিলে, ভুজঙ্গমগণের কলেবর তাহাতে লিপ্ত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে তিনি পিপীলিকাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, তদীয় শরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর ভুজঙ্গমগণ তদ্দ্বারা লিপ্তদেহ হইয়া, সংগ্রাম পরিহার করিল। ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বশরীর পল-বর্জ্জিত হইল। পিপীলিকাগণ তাহার উপর আবার অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া, কোটর করিতে লাগিল। তাহার চলৎ-শক্তি রহিত হইয়া গেল; ময়ূর, নকুল, পিপীলিকা ও মধু এই সকল অতীব ভয়ঙ্কর শরজালে সর্পমাত্রেরই গতি ও স্পন্দ বিনষ্ট হইল।

অনন্তর সর্পবীরগণ রণে ভঙ্গ দিয়া অতি কষ্টে নাগভবনে গমন করিলে, তিনি তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন কলেবর দর্শন করিয়া, সহাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন, আমি ধর্ম্মার্থে মণি প্রদান করিতেছিলাম, তোমরা বারণ করিয়াছিলে, এখন কেন পলাইয়া আসিলে? তোমরা ত সকলেই মন্ত্রকোবিদ। যাহাহউক, ধর্ম্মার্থে ধন ও শরীর উভয়ই প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রদান না করিলে, শ্মশানস্থিত মাল্যের ন্যায়,

উভয়েই শোচনীয় হইয়া থাকে। অতএব তক্ষক প্রভৃতি মহাবিষ সর্পগণ তোমরা আর বিলম্ব না করিয়া, পার্থনন্দনকে শত শলাকাবিশিষ্ট ছত্র, মহাধন কুণ্ডল, দিব্য রত্নময়ী স্রক্ এবং মণি প্রদান কর। সেই কেশবপ্রিয় বভ্রুবাহন অস্ত্রানল-ধূমভারে পাতাল পরিপূর্ণ করিতে না করিতেই,সকলে তাঁহার নিকট গমন করি, চল। ত্রিভুবনপালক ভগবান্ গোবিন্দ সমীপস্থ হইলে, তখন আর এই মণি প্রদান করিয়া, কি হইবে; শোকমাত্র সার হইবে। ক্ষীরার্ণবের তুলনায় ছাগীর ক্ষীর যেমন গণ্য মধ্যেই নহে,হরির বিদ্যমানে তেমনি কামধেনু, সুরতরু, ও কল্পলতা,এই সকলও নিতান্ত হেয়মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সর্পগণ তোমরা সকলেই মানুষের হস্তে পরাজিত হইলে। এক্ষণে মণি দান করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত কর। অভয়স্বরূপ মৃত্যুনিবারণ ভগবান্ গোবিন্দ গরুড়ে আরোহণ করিয়া, অর্জ্জুনের জন্য সমাগত হইবেন। সকলে গিয়া আমার সহিত তাঁহারে দর্শন কর। তোমরা যদি ভগবান্ বাসুদেবকে ভক্তিপূর্ণ নয়নে অবলোকন কর, তাহা হইলে, বিনতানন্দন গরুড় বা অন্তক, কেহই তোমাদের প্রাণনাশে সমর্থ হইতে পারিবে না।

অনন্তর পন্নগপতি শেষ সঞ্জীবক মণি, নানাজাতীয় রাশি রাশি রত্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিত্তজাত গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং পার্থপুত্রকে প্রদান করিবার জন্য, পাতাল হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি যথাবিধানে উল্লিখিত মণি গ্রহণ করিয়া সহর্ষে মণিপুরে সমাগত হইলেন।

রাজন্! রাজা শেষ প্রস্থান করিলে, সর্প ধৃতরাষ্ট্র যেরূপ

দুঃখিত হইয়াছিল, সমুদায় যথাযথ বর্ণন করি, অবধান করুন। সে স্বীয় গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক দুই পুত্রের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একের নাম দুর্বুদ্ধি ও অন্যের নাম দুঃস্বভাব। সে উভয়কেই আহ্বান করিয়া কহিল, গুরুতর অনর্থ উপস্থিত, অর্জ্জুন পুনরায় জীবিত হইল। ইহা কোন মতেই আমার সুখকর নহে। পাণ্ডবগণ আমার চিরশত্রু। অতএব বভ্রুবাহনের জয় লাভ অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তি, কিছুতেই আমার সুখোদয় নাই। অতঃপর উপস্থিত বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, তোমরা উভয়েই তাহার চিন্তা কর। আমি অনেক বিবেচনা করিয়াই, হিতার্থ রাজা শেষকে মণি দিতে বারণ করিয়াছিলাম।

দুর্বুদ্ধি কহিল, তাত! শোক ত্যাগ করুন। আমি আপনার পুত্র বিদ্যমান থাকিতে, পুণ্যের কথাও কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হয় না। দুর্বুদ্ধি রাজা যুধিষ্ঠির কিরূপে যজ্ঞ সমাপনে সমর্থ হইবে? আমার অনুজ দুঃস্বভাব ও আমি আমরা উভয়েই পরের অভ্যুদয় বিনাশ জন্য আপনার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং যখন আপনার সহবাসে রহিয়াছি, তখন কি জন্য আপনি শোক করিতেছেন? আমি ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া, যাহাদের গৃহে অবস্থিতি করি, তাহাদের নরকলাভ ও অধর্ম্মবুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব রাজা অর্জ্জুনের জীবনদান জন্য যে স্থানে গমন করিতেছেন, আপনিও তথায় গমন করুন। আমি পার্থের ছিন্নমস্তক হরণার্থ আপনাদের অগ্রেই গমন করিব এবং ঐ মস্তক হরণ করিয়া,

ঘোর বিজন অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করিব। মস্তক নিক্ষিপ্ত হইলে, অৰ্জ্জুন আর কিরূপে জীবিত হইবে। এই বলিয়াই সে, স্বীয় অনুজ দুঃস্বভাবের সহিত সংমিলিত হইয়া, অর্জ্জুনের কুণ্ডল মণ্ডিত মস্তক হরণ করিবার জন্য প্রস্থান করিল। এবং ঐ মস্তক হরণ করিয়া, মহর্ষি বকদাল্‌ভের অধিষ্ঠিত অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করত আকাশ পথে অবস্থান করিল।

এদিকে চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী প্রিয়তমের মস্তক দেখিতে না পাইয়া, বারংবার হায় কি হইল, হায় কি হইল! অর্জ্জুন হত হইলেন! হায়, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার মনোহর হরিজন্মক মস্তক হরণ করিল! এই কথা বলিতে লাগিলেন।

জৈমিনি কহিলেন,অনন্তর অর্জ্জুনের ঐ ধর্ম্মপত্নীদ্বয় তদীয় পাদান্তিকে পতিত হইলে, রণমধ্যে কলকল শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবল বভ্রুবাহন সৈন্যগণ সহায়ে শত্রুকুল প্রশমিত করিয়া, হর্ষভরে রাজা শেষনাগ সমভিব্যাহারে স্বকীয় পুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি মণিগ্রহণ পূর্ব্বক রণ মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, অর্জ্জুনকে দেখিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ঐ শব্দ শুনিতে পাইলেন। অনন্তর জননীরা ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন, এবং পার্থের মস্তক অপহৃত হইয়াছে দর্শন করিয়া, তিনি মৃতের ন্যায়, পতিত হইলেন।

রাজন্! যে দিন অর্জ্জুন যুদ্ধে পতিত হয়েন, দেবী কুন্তী সেই দিন নিশামুখে স্বপ্ন দেখেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জাগরিতা হইয়া, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা বর্ণন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমি দেখিলাম, ধনঞ্জয় তৈল

বাপীতে মগ্ন হইয়াছেন এবং গর্দ্দভে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার দেহ জবাপুষ্পে অলঙ্কৃত ও গোময়ে অনুলিপ্ত। কৃষ্ণ! ত্বদীয় সখা অর্জ্জুন নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমার স্পষ্টই জ্ঞান হইতেছে। হায়, সুভদ্রার কঙ্কণভ্রষ্ট হইল ভাবিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

ভগবান্ গোবিন্দ দেবীর কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ গরুড়কে স্মরণ করিলেন। গরুড় সমাগত হইলে, তাহার পৃষ্ঠে স্বয়ং আরোহণ এবং কুন্তী, ভীম, যশোদা ও দেবকী ইহাঁদিগকেও অধিরূঢ় করিয়া, যেখানে অর্জ্জুন, তথায় সমাগত হইলেন। দেখিলেন, অযুত স্তম্ভ শোভিত, সহস্র সহস্র রত্নময় প্রদীপে সমুদ্ভাসিত এবং রাশি রাশি কিরীট, কটক, চন্দনচর্চ্চিত বাহু ও রত্নকুণ্ডলে বিভূষিত ভয়ঙ্কর রণমধ্যে অর্জ্জুন সহস্র সহস্র ললনায় পরিবেষ্টিত হইয়া পতিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি কহিতে লাগিলেন, নারীগণের বদনচন্দ্রের সম্পর্কে মদীয় অর্জ্জুনের মুখপদ্ম ম্লান হইয়া গিয়াছে। হায়, অর্জ্জুন কোথায়, অর্জ্জুন কোথায়! তিনি বারংবার এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, ভীম তাহাকে কহিলেন, অধুনা কৃষ্ণ সূর্য্যের উদয়ে মদীয় ভ্রাতার মুখপঙ্কজ বিকসিত হইয়া উঠিবে।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর বাসুদেব ভীম ও কুন্তী প্রভৃতির সহিত গরুড় হইতে অবতরণ করিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিতে লাগিলেন, অয়ি ধনঞ্জয়! কি হইয়াছে? কোন্ ব্যক্তি তোমাকে এরূপ বেশে ধরাতলে শয়ন

করাইয়াছে? উঠ, উঠ, জননী কুন্তী, দেবকী, যশোদা, ও ভীম তোমাকে দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন।

তিনি এই প্রকার কহিতে আরম্ভ করিলে, ভীম তাঁহাকে বলিলেন, গোবিন্দ! তুমিও পতিত ব্যক্তিকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিতেছ? তবে কি ভাস্করদেবেরও অন্ধকারের ভয় হইয়া থাকে? হায়, কোন্ ব্যক্তি আমাদের অশ্ব গ্রহণ ও ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে নিহত করিয়া, কোথায় গমন করিল! আমি আসিয়াছি, সে অবগত হউক। পার্থ সদৃশ কোন্ বীর ঐ পার্থের সান্নিধ্যে পতিত রহিয়াছেন? এই বীরকে কর্ণনন্দন বৃষকেতু বলিয়া, আমার জ্ঞান হইতেছে।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর মহাবল বীর বভ্রুবাহন চেতনা লাভ করিয়া, জননীদ্বয়ের সহিত ভগবান্ জনার্দ্দন, কুন্তী, যশোদা, দেবকী ও ভীম ইহাদিগকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, ইঁহারা তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলে, বভ্রুবাহন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, ভীমকে কহিলেন, তাত! পাপাত্মা পুত্র আমি পিতৃদেব অর্জ্জুনকে নিধন করিয়াছি এবং ত্বদীয় সৈন্য সহিত কর্ণপুত্রও এই পাপাত্মারই হস্তে পতিত হইয়াছেন। এইরূপে আমি গুরুতর পাপ করিয়াছি, আমাকে গদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলুন। আমি নিজের প্রাণ বিনাশ জন্যই ঈদৃশ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বলিতে কি, শেষপ্রমুখ ভুজঙ্গমগণ সঞ্জীবক মণি সমভিব্যাহারে লইয়া, সমাগত হইয়াছেন। ইতি মধ্যেই কোন দুষ্টাশয় পাপ পুরুষ পিতৃদেবের মস্তক হরণ করিয়া লইয়াছে। গোবিন্দ! আমি আপনার চরণে নমস্কার করি,

আমাকে অনুগ্রহ করুন। আর বিলম্ব না করিয়া, সুদর্শন চক্র প্রয়োগে মদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলুন। মধুসূদন! পূর্ব্বে যেমন রাহুর কণ্ঠচ্ছেদ করিয়াছিলেন, আমারও তেমনি বিধান করুন। যে সময়ে ন পিতা, ন মাতা, ন বান্ধব, অথবা অন্য কেহই থাকে না, তৎকালে তুমিই সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা কর। আমি যখন তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছি, তখন পিতৃহন্তা হইলেই আমার নরকার্ণব হইতে মুক্তি হইয়া, দেবলোকে পতিত হইবে, কেহই আমায় পীড়া প্রদানে সমর্থ হইবে না। ফলতঃ, তদীয় সমাগমে কখনই আমার মৃত্যু বা নরক পাত হইবে না; কিন্তু মৃত্যুই আমার এক্ষণে পরম প্রিয় এবং জীবন ধারণ নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াছে। দুরাচার আমি ভবদীয় বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব মোষণ করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি। অতএব আমাকে শিবশূলে ক্ষেপন করুন। ঐ দেখুন, দেবী কুন্তী আমাকে আশীর্ব্বাদ বা সম্ভাষণ করিতেছেন না; ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও বিড়ম্বনা কি আছে।

---

## চত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, দেবী কুন্তী নাগরাজদুহিতা উলূপীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি নাগরাজের দুহিতা। তুমি বর্ত্তমানে আমার পুত্রের ঈদৃশী দশা সংঘটিত হইল! হা বৎস! আমি কি তোমায় এই জন্যই গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম।

জৈমিনি কহিলেন; অনন্তর সকলে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বসমক্ষে পতিত হইলে! তখন নাগরাজ শেষ জনার্দ্দনকে নমস্কার করিয়া, কহিলেন, হে হৃষীকেশ! হে জগন্নাথ! আপনি কি দেখিতেছেন? ধর্ম্মরাজের নিখিল কুল রসাতল মগ্ন হইল। আপনার অনুগ্রহে সুধাও দুর্লভ হয় না। মহাত্মা পাণ্ডবের বংশ একে মগ্ন হইয়াছে, তাহাতে আবার তাহাকে মগ্ন করিতেছেন? কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানে অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া গেল, দেখিতে পাইতেছি না। অতঃপর যাহা করা বিধেয়, তাহা করুন্।

বাসুদেব কহিলেন, তোমরা সকলে আমার মন্ত্রসম্মত বাক্য শ্রবণ কর। যদি আমি পৃথিবীতে নিয়ত অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সুকৃত বলে এখনই অর্জ্জুনের মস্তক সমাগত হউক এবং যাহারা সেই মস্তক লইয়া গিয়াছে, তাহারাও আমার আজ্ঞায় ছিন্ন শিরা পতিত হউক।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ বাসুদেব এই প্রকার আজ্ঞা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই দুই মহাবিষ সর্প বিনষ্ট এবং অর্জ্জুনের মস্তক মণিপুরে সমাগত হইল। তখন স্বয়ং প্রভু ভগবান্ জনার্দ্দন রাজা শেষের নিকট হইতে মণি গ্রহণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, মাদৃশ ব্যক্তির শিবের আজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত নহে। অতএব অর্জ্জুন শঙ্করের প্রসাদে মণিসহায়ে পুনর্জ্জীবিত হইয়া, উত্থান করুন। আমি ইহাঁর হৃদয়ে মণি যোজনা করি। প্রথমে কর্ণপুত্র বৃষকেতুর, পরে

অর্জ্জুনের হৃদয়ে মণি ধারণ করিব। বৃষকেতু! উত্থান কর, তোমার হৃদয়ে মণি যোজনা করিলাম।

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান্ এই কথা কহিয়া, হৃদয়ে মণি ধারণ করিবামাত্র, বৃষকেতুর ছিন্নমস্তক তৎক্ষণাৎ দেহে আসিয়া সংলগ্ন হইল। তিনি বারংবার কৃষ্ণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বভ্রুবাহনকে পূর্ব্ববৎ তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, সমুত্থিত হইলেন এবং নিরতিশয় অহ্লাদসহকারে বাসুদেবকে নমস্কার করিলেন। বৃষকেতু উত্থিত হইলে, মায়াবলে ভিন্নস্বভাব দেহী যেমন নির্ব্বিকার আত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ বাসুদেবের প্রভাবে, অর্জ্জুনও ছিন্নশির লাভ করিয়া, পুনরায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন। সমবেত স্ত্রী ও পন্নগগণ অবলোকন করিলেন, অর্জ্জুন ভগবানের বাহুতে প্রসুপ্ত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে আকাশবিহারী অমরেরা পুষ্পবৃষ্টি সহকারে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈনিকগণ অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া, কৃষ্ণ ও কুন্তীপ্রমুখ প্রভুগণের সবিশেষ পূজাবিধান সমাধান করিল। বীরবর বৃষকেতু সকলকে হর্ষভরে নমস্কারাদি করিয়া, পুত্রদর্শনে পরম হর্ষাবিষ্ট ভীম ও কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ সকলে পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন। অনন্তর সকলে বাসুদেবের অনুগমনপুরঃসর বভ্রুবাহনের পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসী সুজন ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিল। বিবিধ হাবভাবশালিনী রমণীগণ নৃত্য করিতে লাগিল। তাঁহারা পুরমধ্যে কুবেরের ন্যায়, সম্পত্তি-

শালী অনেক ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া, সুখী হইলেন, এবং গদা, অশ্ব, রথ, পতাকা ও ধ্বজমণ্ডিত কুবেরকে নগর-প্রান্তে নিরীক্ষণ করিয়া, নিরতিশয় বিস্ময়সাগরে অবগাহন করিলেন।

অনন্তর উলূপী ধনঞ্জয়কে কৃষ্ণের সহিত বভ্রুবাহনের সভায় স্থাপন করিয়া, সবিনয় বাক্যে কহিলেন, নাথ! আমাকে কৃপা কর। পুত্রহস্তে তোমার পরাজয় ও সৈন্য-ক্ষয় হইয়াছে। তথাহি, লোকে সর্ব্বত্র জয়, ও একমাত্র পুত্রের নিকট পরাজয়প্রার্থী হইবে। ধনঞ্জয়! গঙ্গার শাপে তোমার পতন ও পুনরায় কৃষ্ণের প্রসাদে জীবনপ্রাপ্তি হইয়াছে। এক্ষণে পুত্রের বৈভব অবলোকন ও চিত্রাঙ্গদার সহিত তাহার পরিপালন ও সংবর্দ্ধন কর। মহাভাগ বভ্রুবাহন লজ্জিত হইয়াছেন। ইনি তোমার পুত্র, ইহাঁর উপার্জ্জিত নিখিল রাজ্য তুমি গ্রহণ কর। অয়ি মহাবুদ্ধি বাসুদেব! আপনি ধনঞ্জয়ের প্রবোধ সম্পাদন এবং কুন্তীর সহিত পুত্র ও পৌত্রের সমাগম বিধান করুন। দেবকী, ভীমসেন ও যশোদা, ইহাঁদেরও সহিত ঐরূপ মিলন বিধান করিয়া দিন। ঐ দেখ, বীর বভ্রুবাহন পিতৃবধপ্রযুক্ত পাপমলিন নিজদেহ বিসর্জ্জনে সমুৎসুক হইয়া অধোমুখে অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর মহাযশা বভ্রুবাহন কৃষ্ণের সহিত পিতৃদেব অর্জ্জুনকে নিজাসনে স্থাপন করিয়া কহিলেন, আমি হিমালয়ে গমন করিয়া, তথায় এই দেহভার বিসর্জ্জন করিব, অন্যথা আমার কলেবর হইতে, ঘোরতর পাত

নিষ্কাশিত হইবে না। সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মপ্রবৃত্ত কৃষ্ণভক্ত গুরুর নিধনপ্রযুক্ত আমার অতিমাত্র অসুখ জন্মিয়াছে; এই হেতু কলেবর পরিহার করিব।

ভীমসেন কহিলেন, বীর! পিতৃবধ করিয়া তোমার শরীরে যে পাতক সঞ্চয় হইয়াছে, দেবকীনন্দন বাসুদেব সমীপে থাকিতে তাহা কখনই স্থায়ী হইবে না। দেখ, আমরা পূর্ব্বে পিতামহ ভীষ্ম, গুরুদেব দ্রোণ ও ভ্রাতা কর্ণ ইহাঁদিগকে নিধন করিয়াও একমাত্র কৃষ্ণের দর্শনজন্য পতিত হই নাই। সেইরূপ, বাসুদেবের সান্নিধ্য ও সাক্ষাৎকার-মাত্রেই তোমার পিতার পুনর্জ্জীবন ও সমস্ত পাতক নিহরণ হইয়াছে। এক্ষণে শোক ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মরাজের অশ্ব রক্ষা কর। বৎস! কৃষ্ণের সমক্ষে তোমার পাপ কর্ম্মের আবার গণনা কি? দেখ! আমরা পাঁচজনেই গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়া, ইহাঁর প্রভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছি; কলিযুগ উপস্থিত হইলে, এই কৃষ্ণের নামোচ্চারণমাত্রেই মহাপাতকীরাও উদ্ধার পাইবে। যে সকল পুরুষ সদ্ভাব-সহকারে এই অপরিসীম তেজঃশালী বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করে, তাহাদের আবার দুঃখ কি, দৈন্য কি, পাপ ভয় কি এবং ব্যাকুলতাই বা কি?

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ জনার্দ্দন সকলের বৈর ও শোক নির্হরণ করিলে,তাঁহারা প্রমোদিত ও পরিতুষ্ট হইয়া, মণিপুরে বাস করিতে লাগিলেন। বিবিধ বাদ্যোদ্যম ও দানক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নগরী মহামহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। ব্যক্তিমাত্রেই এই পিতাপুত্রের যুদ্ধঘটনায় বিস্ময়-

লাভ করিল। শেষপ্রমুখ সমাগত লোকমাত্রেই বাসুদেব ও বৃষকেতুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পঞ্চম দিন উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ তুরঙ্গম মোচন করিলেন। কুন্তী বধূগণের সহিত পৌত্রের মন্দিরে বিবিধ আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইলেন। গায়কেরা গান ও নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে লাগিল। রাজন্! ভগবান্ মাধব আহ্লাদিত ও ধরাসনে উপবিষ্ট হইয়া, পুত্রের সহিত অর্জ্জুনকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! ত্বদীয় পুত্রের সান্নিধ্যে আমরা পরম সুখে পাঁচ দিন যাপন করিলাম, ইদানী ভীমসেন, কুন্তী, যশোদা, উলূপী, ইহাঁরা মিলিত হইয়া, ধর্ম্মরাজের রাজধানীতে প্রস্থান করুন। চিত্রাঙ্গদাও বিবিধ বিধানে রত্ন গ্রহণ করিয়া, ইহাঁদের সমভিব্যাহারিণী হউন। ইহাঁরা গিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করুন, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমি আসাতে রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত চিন্তাযুক্ত হইবেন। তুমি, বভ্রুবাহন, বৃষকেতু, হংসধ্বজ ও অন্যান্য বীরগণ এবং আমি, আমরা সকলে অশ্বের রক্ষা করিব।

জৈমিনি কহিলেন, মহাভাগ বাসুদেব এইপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া, ধন ও স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে ভীমসেনকে হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বের রক্ষার্থ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর শেষ প্রভৃতি নাগগণ সকলে তদীয় অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, বভ্রুবাহনকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, পাতালপুরে প্রস্থান করিলেন। যে ব্যক্তি বাসুদেবের এই পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করে, তাহার সমস্ত পাতক বিদূরিত হয়, সন্দেহ নাই।

# একচত্বারিংশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! অতঃপর কি ঘটিয়াছিল, বাসুদেব সহিত বীরগণে পরিবৃত হইয়া সব্যসাচী কিরূপে অশ্বের রক্ষা করেন? আপনার প্রমুখাৎ সমস্ত সবিশেষ শ্রবণ করিতে আমার অতিমাত্র কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনার কথা সকল অতিমাত্র সুখজনক। বিশেষতঃ বাসুদেবের কথামৃত পান করিলে, চরমে নির্বৃত্তি সম্পন্ন হয়। চন্দ্রকিরণ, অথবা চন্দ্রকিরণের সহিত মলয় সমীরণ, অথবা ঐ উভয়ের সহিত বিকসিত সুগন্ধি কুসুমস্তবক, এ সকল কি বাস্তবিক শরীর শীতল করিতে পারে? কখনই না। একমাত্র হরিচরিতরূপ পীযূষসারসর্ব্বস্ব পান করিলেই, আত্মা চিরদিনের জন্য শীতল ও সুখী হইয়া থাকে। ভীমসেন হস্তিনায় প্রস্থান করিলে, যশোদাজীবন জনার্দ্দন যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। যাহারা জগৎপতি জনার্দ্দনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন না করে, তাহাদের মুখ অতি জঘন্য কীটপূর্ণ গর্ত্তমাত্র সন্দেহ কি? অশ্ব কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়াছিল বলুন।

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! কৃষ্ণসহিত মহাবল বীরগণ নগরী হইতে অশ্বকে উন্মুক্ত করিলে, ঐ তুরঙ্গম গমনসময়ে রাজর্ষি তাম্রধ্বজের দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইল। তিনি পিতৃদেব বার্হধ্বজকর্ত্তৃক রত্ননগর হইতে প্রমুক্ত অশ্বমেধীয় অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের অশ্ব

তদীয় অশ্বের নিকট গমন ও তাহার বদন আঘ্রাণপূর্ব্বক ধ্বস্তকর্ণ হইয়া, শব্দ করিতে লাগিল এবং এক চরণ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে আঘাত ও ক্রোধভরে দশন দ্বারা তাহার প্রোথস্থিত মুক্তাফল দূরে নিক্ষেপ করিল। তাম্রধ্বজের অশ্বও তাহার বক্ষস্থলে পদদ্বয়ের আঘাত করিল। অনন্তর উভয় অশ্ব পরস্পারের স্কন্ধ কণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইল।

তাম্রধ্বজ স্বীয় সেনানী বহুলধ্বজকে আদেশ করিলেন, এই যজ্ঞীয় অশ্ব কাহার, ভালস্থপত্র মোচন করিয়া, পাঠ কর। তখন বহুলধ্বজ অশ্বকে ধারণ ও পত্র উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিয়া, রাজাকে সমস্ত সবিশেষ নিবেদন করিল। তাম্রধ্বজ সেনাপতির বাক্য শ্রবণে কোপপূরিত হইয়া, নির্ভয়ে বীরগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুন, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, অনুশাল্ব, বৃষকেতু ও অন্যান্য মহাবীরগণে রক্ষিত অশ্বকে গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় সর্ব্বরত্নসম্পন্ন সেনাকে সমুৎসাহিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, মদীয় পিতা ময়ূরধ্বজ যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া, সনাতন যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পুনরায় অষ্টমযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই অষ্ট অশ্ব সহায়ে সেই অষ্টম যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে। তোমরা সকলে অশ্বের সম্মুখে অবস্থিতি কর।

বহুলধ্বজ কহিল, মহাভাগ! আপনার সুবিপুল সৈন্যে অর্জ্জুনের ক্ষুদ্রবাহিনী আচ্ছন্ন ও লোকলোচনের অগোচর হইয়াছে। কিন্তু বভ্রুবাহন স্বভাবতঃ সাতিশয় বীর ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। ইনি অসি গ্রামে যে যুদ্ধ করেন, তাহার তুলনা হয় না। সেই যুদ্ধে অনেকে হত, আহত, পতিত ও পলা-

য়িত হইয়াছিল। এক্ষণে এই যুদ্ধ কিরূপ হইবে, বলা যায় না। বভ্রুবাহন যদিও আপনার পিতৃদেব ময়ূরধ্বজকে প্রতিদিন মুক্তাভার করস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি যে তদীয় রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা জানেন, কি না জানেন, কে বলিতে পারে?

তাম্রধ্বজ কহিলেন, আমার সমক্ষে অন্যান্য বীরগণের কোনরূপ গননাই হয় না। ইহাদের মধ্যে বভ্রুবাহন ও বৃষকেতু এই দুইজনই বীর ও সংগ্রামসহিষ্ণু। নারদের মুখে ইহাদের পৌরুষ ও বলপরাক্রম শ্রবণ করিয়াছি। দেবর্ষি ইহাও কহিয়াছেন, অর্জ্জুন ও মাধব সাক্ষাৎ নর ও নারায়ণ। আর প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, ইহাঁরা তিনজনেই কৃষ্ণের সমান বীরত্বসম্পন্ন। ইহাঁদেরই সহিত আমার যুদ্ধ হইবে। তুমি এক্ষণে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ বিন্যাসপূর্ব্বক, সৈন্যদিগকে যথাযথ সন্নিবিষ্ট কর। ঐ দেখ, জনার্দ্দন স্বয়ং পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খের ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছেন এবং রথিগণ শস্ত্রপাণি হইয়া, অশ্বের জন্য সমাগত হইতেছে।

জৈমিনি কহিলেন, তাম্রধ্বজ এই প্রকার বাগ্‌বিন্যাস পুরঃসর ধৈর্য্য ও বীর্য্যসহকারে দৃঢ়সংকল্প হইয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিলে, বাসুদেব তাহাকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন! অবলোকন কর, ময়ূরধ্বজের পুত্র এই তাম্রধ্বজ স্বীয় অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে ত্বদীয় তুরঙ্গম ধৃত করিয়াছেন এবং যুদ্ধ করিয়া, বীরদিগকে নিঃশেষ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে! হরি যেমন শঙ্খের নিকট হইতে বেদ প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন, তেমনি এই মহাবীরের হস্ত হইতে

অশ্ব মোচন করিতে হইবেক। বভ্রুবাহনের পরিপালিত প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যে সকল বীর আছে, তাহারা সকলে ইহার সহিত যুদ্ধ করিবে। অনঘ! তুমি আমার সহিত রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া, আগমন কর। আমি প্রস্থান করি। ইহার পিতা ময়ূরধ্বজ নর্ম্মদাতটে যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। তিনি জিতক্রোধ, জিতকাম, অসূয়াবিহীন ও শূর। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত নহে। আমি এ কথা সত্য বলিতেছি। অতএব আমি গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া, স্বয়ং যুদ্ধ করিব। আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি, তাম্রধ্বজের সৈন্যস্থিত এই বীরগণ সকলেই মহাবল এবং সকলেই কালরূপ। অতএব আমি দারুক কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, যুদ্ধ করিব। দেখ, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ। অতএব তোমার যুদ্ধ করা উচিত হয় না। বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে, অদ্য সমুদায় বীরই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

জৈমিনি কহিলেন, মহাভাগ! ভগবান্ কেশব এতাবৎ বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক গৃধ্রব্যূহের সহিত তুরঙ্গের প্রতি যাত্রা করিলেন। সমাগত নরপতিবর্গ এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজা গৃধ্রের মুখে, অনুশাল্বের গ্রীবায়, যদুনন্দন প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের নেত্রে, হংসধ্বজ ও সাত্যকি উভয়ে দুই পক্ষে, যৌবনাশ্ব ও মেঘবর্ণ পদদ্বয়ে, বহুবীর বেষ্টিত অর্জ্জুন হৃদয়ে এবং বভ্রুবাহন ও বৃষকেতু চঞ্চুযুগলে অবস্থিতি করিলেন। তাম্রধ্বজ ঐ সকল বহুসংখ্য বীর ও বহু নরপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া, সহর্ষে জনা-

র্দ্দনকে আহ্বান করিয়া, কহিতে লাগিলেন, আমি মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনের অশ্বগ্রহণ করিয়াছি। কৃষ্ণ! তুমি যদি সেই অশ্ব মোচনার্থ স্বয়ং আগমন করিয়াছ, ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে রক্ষা কর। হে বিভো! আমার অশ্ব ঐ গমন করিতেছে। কি জন্য তাহাকে ধারণ করিতেছ না? হে দেবকীনন্দন! তোমা বিনা আর কাহারও সাধ্য নাই যে, আমার সহিত মহারঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। আমি যখন সাক্ষাৎ তোমাকে সংগ্রামে দর্শন করিয়াছি, তখন কিছুতেই আমার ভয় নাই। অতএব তুমি সুদর্শন, শার্দ্দ ও অন্যান্য অস্ত্র সকল যথেচ্ছ প্রয়োগ কর।

---

## দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! মহাবল তাম্রধ্বজ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র শরজালে অর্জ্জুনের সৈন্য সমন্তাৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং সপ্ততি শরে পার্থকে, তিন শরে কৃষ্ণকে, পাঁচ শরে দারুককে এবং চারি শরে চারি অশ্বকে, কোপভরে বিদ্ধ করিয়া, স্ববলে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার ব্যক্তিমাত্রেরই বিস্ময় সমুদ্ভাবন করিল। অনন্তর তিনি নয়বাণে সাত্যকিকে, আটবাণে কৃতবর্ম্মাকে, সহস্রবাণে প্রদ্যুম্নকে এবং প্রযুতবাণে অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিলেন।

মহাবল অনিরুদ্ধ তাম্রধ্বজকে আহ্বান করিয়া, কহিতে লাগিলেন, তাম্রধ্বজ! তুমি যুদ্ধে ধৈর্য্যসহ অবস্থিতি করিয়া,

আমার পৌরুষ পর্য্যবেক্ষণ কর এবং এই প্রহার করিতেছি, সহ্য কর। না হয় অশ্ব মোচন কর, মোচন কর। রে মূঢ়! অদ্য আমার সম্মুখে যুদ্ধে কে তোমায় রক্ষা করিবে বল।

তাম্রধ্বজ কহিলেন, পুষ্প যাহার বাণ, সেই কাম হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে। তুমি বাণ কন্যার পতি। যুদ্ধে কি প্রহার করিবে? পূর্ব্বে কন্যাস্নেহ বশতঃ বাণ তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি মহাযুদ্ধে সেরূপ কার্য্য করিব না। অদ্য কৃষ্ণের সম্মুখে মহাশরসমূহে তোমায় নিপাতিত করিব। আপনাকে এখন রক্ষা কর। তোমার মৃত্যু নিশ্চয়।

অনিরুদ্ধ কহিলেন, আমি বাণ প্রয়োগ করি, স্থির হইয়া থাক, বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তারের প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ বিষয় অনুমান দ্বারা বর্ণন করেন না।

জৈমিনি কহিলেন, এই বলিয়া অনিরুদ্ধ প্রলয়ানলসন্নিভ শর মোচন করিলেন; তাহাতে ধনুর্দ্ধারী তাম্রধ্বজের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি নয় শরে যদুনন্দন অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিলেন। অনিরুদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণ মধ্যে ঐ সকল শর পাঁচখান করিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধে তাম্রধ্বজকে শরপরম্পরায় শিখিনিভ করিয়া, চারিবাণে তাঁহার চারি অশ্ব, পঞ্চমবাণে সারথি, এবং অন্যান্য দারুণ বীরদিগকে তাঁহার সম্মুখেই সংহার করিলেন। অনিরুদ্ধের বাণে বিদীর্ণ হইয়া, সৈনিকগণ সকলেই চিত্রাঙ্গ রণমধ্যে লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি বীরগণের বাহু, অঙ্গুলি, নখ, মণিবন্ধ হস্তদণ্ড, বক্ষঃস্থল, অস্থি, কটিদেশ, মাংসল, মস্তক, নেত্র ও

পদ রাশি রাশি ছেদন ও পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার অবলীলাক্রমেই সম্পাদন করিলেন। এইরূপে তদীয় প্রভাবে তাম্রধ্বজের সৈনিক সমস্ত পরমাণুবৎ হইলে, প্রবল সমীরণ তাহার রজোরাশি সাগর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। হে মহীপতে! তৎকালে বায়ু অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া এই কার্য্য সমাধান করিলেন। অনিরুদ্ধ চতুর্ব্বিধ সৈন্য সংহার করিয়া, বিধূম অগ্নির ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। এই বলশালী বীর কৃষ্ণপৌত্র যুদ্ধক্ষেত্রে তাম্রধ্বজের তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিপাতিত এবং পুনরায় শরজাল প্রয়োগ পূর্ব্বক অন্য মহাসৈন্য সংহার করিলেন। সেইসকল কার্ম্মুক-ধারী সৈনিকপুরুষ অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় তদীয় শরানলে দগ্ধ হইয়া গেল। তিনি রথ সকল তিল তিল করিলেন, গজ সকল তাহার ভয়ে বনমধ্যে পলায়মান হইল। তাঁহার বাণে অশ্বসকল নিহত এবং অশ্ববীর সকল বিদলীকৃত হইল।

মহাবাহু তাম্রধ্বজও সুশাণিত শরসমূহ সন্ধানপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ ও বিরথ করিলেন। অনিরুদ্ধ ভগ্নরথ ত্যাগ করিয়া, কার্ম্মুকগ্রহণপূর্ব্বক তাম্রধ্বজকে বহুসংখ্য বাণে বিদ্ধ ও ক্রোধভরে রথহীন করিলেন। এইরূপে উভ-য়ের রথ ভগ্ন হওয়াতে, উভয়ে ধরাতল আশ্রয় করিয়া, দুই সিংহের ন্যায় মহাক্রোধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাম্রধ্বজ অনিরুদ্ধকে মূর্চ্ছিত করিয়া, সম্মুখে সমাগত বীর্য্যশালী পাণ্ডবপক্ষীয় যোধদিগকে সংহার করিতে লাগি-লেন। তিনি প্রদ্যুম্নকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিয়া, সগর্ব্বে কহিলেন, তুমি সুযোদ্ধা বায়, কিন্তু আমি তোমায় পরাজয়

করিলাম। তথাপি, গোবিন্দ কিজন্য যুদ্ধ করিতেছেন না? যাহা হউক, তিনি আসুন আর যান্, আমার কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে?

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! অনন্তর পরম যশস্বী মহাবাহু কর্ণাত্মজ বৃষকেতু সংগ্রামে সমাগত হইয়া, শাণিতধার পাঁচবাণে তাম্রধ্বজের রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাম্রধ্বজ অন্য রথে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধে না আসিতেই তৎক্ষণমধ্যে সেই দ্বিতীয় রথও চূর্ণীকৃত করিলেন। এইরূপে তাম্রধ্বজ যে যে রথ যোজনা করেন, বৃষকেতু অবলীলায় সেই সেই রথই তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তিন শত রথ নিপাতিত করিলেন। অনন্তর তাম্রধ্বজ অন্য রথে আরোহণ করিয়া, ব্যাধিগণ যেমন দেহকে তেমনি বৃষকেতুকে মূর্চ্ছিত ও পাতিত করিলেন। অনন্তর তিনি অনুশাল্বকে বাণবিদ্ধ ও পৌরুষবর্জ্জিত করিয়া, শরসমূহ প্রহারপূর্ব্বক যৌবনাশ্বকে রথ হইতে ভূমিতল প্রদর্শন করিলেন। পরে সাত শরে সাত্যকির অশ্ব সকল সংহার করিয়া, ঘোরতর শঙ্খধ্বনিসহকারে বীরনাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দুই শরে কৃতবর্ম্মাকে পীড়িত ও নিপাতিত করিয়া, সকলের বিস্ময় সমুৎপাদন করিলেন। ঐ সকল পুরুষ তদীয় শরে ভূপতিত হইয়া, গগনবিচ্যুত ক্ষীণপুণ্য জনসমূহের বিরাজমান হইলেন। তদ্দর্শনে বভ্রুবাহন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, নিরীক্ষণ করিয়া, তাম্রধ্বজ সহাস্য আস্যে তাঁহাকে কহিলেন, তুমিই এক্ষণে যুদ্ধ করিবে! ক্ষণকাল আমার সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থান কর। তুমি এই যে পাঁচ

বাণ মোচন করিলে, এ সমস্ত মুক্তামালার ন্যায়, সর্ব্বথা আমার সুখপ্রদ।

জৈমিনি কহিলেন, বভ্রুবাহন এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া, একবারে সাত শরে, তাম্রধ্বজের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু তাম্রধ্বজ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সুশাণিত শরপ্রয়োগপুরঃসর বভ্রুবাহনের রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত চূর্ণ করিয়া, স্বয়ং তাঁহাকে ভূতলে পাতিত ও খিলীকৃত করিলেন। পতনসময়ে তদীয় শরীর হইতে ভূষণসমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, গগনপরিভ্রষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। তাদৃশ মহাবীর বভ্রুবাহনকে খিলীকৃত করিয়া, বীরবর তাম্রধ্বজের রোষানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, সবেগে ভগবান্ জনার্দ্দনের প্রতি ধাবমান হইলে বীরগণ, সংহার ভৈরবের ন্যায়, তদীয় উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে সাতিশয় ভীত ও বিত্রাসিত হইয়া, নয়ন নিমীলনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, অনেকেই প্রাণত্যাগ করিল। সৈনিকগণ বাহনসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, পলায়ন আরম্ভ করিল। মহারাজ হংসধ্বজ তদীয় শরে সমাকীর্ণ হইয়া, পতিত ছিলেন। সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। হে বিশাম্পতে! যোধগণ অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া, সরোবর মধ্যে মীন সমূহের ন্যায় লীন হইতে লাগিল। শরজালে মোহিত হইয়া, তাহাদের আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়াছিল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া কি করিবেন? এই তাম্রধ্বজের হস্তে আমাদের সকলকে সংহার

করিয়া, তাঁহার কি পুণ্য সঞ্চয় হইবে; যদ্দারা তিনি পূত হইতে পারিবেন? তাঁহারা এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, ধনঞ্জয় তাহাদের সকলকে সান্ত্বনা করিলেন।

---

## ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন তাম্রধ্বজকে প্রাপ্ত হইয়া, নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। তিনি ক্রোধভরে বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, তাম্রধ্বজ রথ হইতে পতিত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই অন্য রথে আরোহণ করিয়া, শরজালে অর্জ্জুনকে সমন্তাৎ আচ্ছন্ন করিয়া, ফেলিলেন। অর্জ্জুনও সুশাণিত শরপরম্পারায় তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়া, তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া স্বকীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতেই তাম্রধ্বজের রথ অশ্ব ও সারথির সহিত তিল তিল করিয়া, ফেলিলেন। তাম্রধ্বজ রোষভরে অন্য রথে আরোহণ করিয়া, অর্জ্জুনের অশ্বসকলকে সংহার করত কহিতে লাগিলেন, আমি তোমার অশ্ব সকল নিহত ও সারথিকেও এই রথ হইতে পাতিত করিলাম, তুমি আর কোথা যাইবে? এক্ষণে তোমাকে যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত স্বীয় পুরে লইয়া যাইব। অর্জ্জুন এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ পুনরায় ছেদন করিলেন। তখন তিনি অন্য রথে আরোহণ করিয়া, বাসুদেবের সাক্ষাতেই নারাচাস্ত্রে ধনঞ্জয়কে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মূর্চ্ছার অবসানে ধনঞ্জয় শরজাল প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাকে আহত করিলে, তিনি সুশাণিত সায়কসমূহে

পার্থকে রথের সহিত দক্ষিণদিকে এক যোজন অন্তরে সবলে নীত করিলেন এবং পুনরায় মহাশর সমস্ত সন্ধান করিয়া, ধনঞ্জয়কে পৌরুষ সহকারে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয়ও জাতক্রোধ হইয়া, শরত্রয় প্রহারে আপনার সমকক্ষ বীর তাম্রধ্বজকে সহসা গগণতলে প্রেরণ করিয়া, সবেগে সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অন্য রথ ও সারথি প্রাপ্ত হইয়া, তদীয় সেনাগণকে শমন সদনের অতিথি করিলেন। তদ্দর্শনে তাম্রধ্বজ বিচিত্রপুঙ্খ সায়কসমূহে পার্থকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই অস্ত্রবিৎ ও উভয়েই বিচিত্র মণ্ডল বিধান দক্ষ, উভয়েই বীর শ্রীর অভিকৃত এবং উভয়েই বিশিষ্টরূপ বীর্য্যবিশিষ্ট। সুতরাং দুই জনের কেহই সেই মহাযুদ্ধ পরিহার পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন না। এই ব্যাপার একান্ত কৌতুক সমুৎপাদন করিল। অর্জ্জুন যেমন তাম্রধ্বজের তিন অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করিলেন, তাম্রধ্বজ তেমনি তাঁহার প্রযুত অক্ষৌহিণী নিপাতিত করিলেন। ফলতঃ তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া, দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে কাহারও বিশ্রাম নাই, পরিহার নাই, পরাজয় নাই ও নিবৃত্তি নাই।

ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে ধনঞ্জয় বলপূর্ব্বক সুচিত্রের কনকাবৃতধ্বজ, পতাকা, চক্রগোপ্তা, সমুদায় উপকরণ, চক্র, অশ্বসমূহ, সারথি ও চামর সহিত রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুচিত্র যে যে রথ যোজনা করেন, এইরূপে তিনি সেই সেই রথই ছেদন করিতে লাগিলেন। সহস্র

রথ ছেদন করিয়া, পুনরায় অন্য রথ দ্বিখণ্ডিত করিলেন। তদীয় শরে রথ সকল ভগ্ন ও শরীর নিতান্ত পীড়িত হইলেও সুচিত্র স্বাভাবিক স্বীয় পৌরুষ পরিহার করিলেন না। তাহার শরীর হইতে মাংসকণা সকল ছিন্ন ও পবনাহত হইয়া, কৃষ্ণের মস্তকে গিয়া পতিত ও অধিষ্ঠিত হইল। তৎকালে উভয় বীরে এবংবিধ ত্রিলোকবিমোহন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ক্রমাগত সপ্তদিন হইতে লাগিল। তাঁহারা দিবারাত্রে অবিশ্রামে যুদ্ধ করিতেছেন, দর্শন করিয়া, অন্যান্য বীরগণ ও দেবগণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

রাজন্! তাম্রধ্বজ সহসা ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া, অর্জ্জুনের রথ গ্রহণপূর্ব্বক আমিষগ্রাহী শ্যেন পক্ষীর ন্যায়, আকাশে উত্থান করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকার সহিত সেই রথ ভূতলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ গোবিন্দ স্বকীয় হস্তে উহা ধারণ করিলেন।

তাম্রধ্বজ কহিলেন, আমি রথের সহিত এই অর্জ্জুনকে গগন হইতে ভূতলে পাতিত করিয়াছিলাম। তুমি তাহাকে ধারণ করিলে, ইহাতেই আমার পুরস্কার সার্থক হইল। তিনি এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে গদাধর গোবিন্দ গদা দ্বারা তাঁহার মস্তকে ও চরণ দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তিনি ভিন্ন হৃদয় হইয়া, কৃষ্ণের সম্মুখে পতিত হইলেন এবং পুনরায় স্বীয় রথে উত্থান করিয়া, সায়কসমূহে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমরা দুইজন একত্র মিলিত হইয়া, যুদ্ধ না করিলে, এ ব্যক্তিকে জয় করিতে পারিব না,

আমার ত এই প্রকার প্রতীতি জন্মিতেছে। তুমি ইহাকে কোন মতেই ভয় করিও না। ঐ দেখ, ইহার শর পরম্পরায় নিপীড়িত হইয়া, সৈন্য সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। বভ্রুবাহন প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণও পর্য্যুদস্ত ও পরাস্ত হইয়াছে। তুমি গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত নারাচসমূহে সত্বর ইহাকে সংহার কর। আমিও সার্ঙ্গ ধনু সহায়ে ইহার বিনিপাতে প্রবৃত্ত হই।

এই প্রকার কহিয়া গোবিন্দ স্বীয় কার্ম্মুক হইতে মহাশর সকল মোচন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সবলে ও সোৎসাহে সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তথাপি তাম্রধ্বজ ভীত ও বিচলিত না হইয়া, স্বীয় রথে অবস্থান পূর্ব্বক শরজালে কেশবকে আচ্ছন্ন করিলেন। নর নারায়ণ উভয়েই তদীয় বাণে বিদ্ধ হইলেন এবং উভয়েরই শরাসন গুণ হীন হইয়া গেল। তদ্দর্শনে তাম্রধ্বজ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া, জনার্দ্দনকে কহিলেন, আমি জয় করি, বা স্বয়ং পরাজিত হই, তাহাতে আমার আর কোনও অপেক্ষা নাই। কেননা, অদ্য তোমাদের উভয়কে একত্রে বিদ্ধ করিয়া, আমার পৌরুষ সার্থক হইল।

বাসুদেব এই কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া, পুনরায় অর্জ্জুনের রথের সারথি হইলেন এবং কিঙ্কিণীমণ্ডিত বেগবান্ অশ্বদিগকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর তিনি রোষভরে লোহিতলোচন হইয়া, রথে রথে সংঘট্টিত করিয়া তাম্রধ্বজের সারথিকে সবেগে তাড়না করিলেন। তাম্রধ্বজও

তীক্ষ্ণ শরসমূহে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া; ছয় বাণে অর্জ্জুনকে ক্ষতবিক্ষত ও তদীয় ছত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে একশত বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া, পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য-দিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া, ভয়ঙ্কর নারাচসমূহে তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন বারংবার তাঁহার কলেবর শরপরাহত করিলেও, উহা পুনঃ পুনঃ শস্ত্রসহ তাঁহার সমীপস্থ হইয়া থাকে। বাসুদেব তাঁহাকে ঐরূপে আসিতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে পদাঘাত করিলেন। তিনি পাদপ্রহারে অভিহত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিলেন। অনন্তর পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক মত্তগজে আরোহণ করিয়া, সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে অর্জ্জুন ও বাসু-দেব উভয়কে এককালে বিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলি-লেন এবং কৃষ্ণ ও অশ্বের সহিত ধনঞ্জয়ের রথ গ্রহণ করিয়া, ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বভ্রুবাহন প্রমুখ যে সকল বীর মূর্চ্ছাত্যাগ করিয়া, পুনরায় যুদ্ধে সমাগত হই-লেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি শরজালে ক্ষত বিক্ষত ও ভূপাতিত করিলেন।

তাম্রকেতু এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া, দিব্য সুদর্শন চক্র হস্তে গ্রহণ করিলেন। এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, রথ হইতে সবেগে প্রক্রান্ত হইলেন। তদ্দর্শনে পৃথিবী কম্পিত, দেবগণ শঙ্কিত, সাগর সকল সংক্ষু-ভিত, দিবাকর বিচলিত, দিক্‌সকল ভ্রমিত, শেষপ্রমুখ পন্নগ-সমূহের ভয় বশতঃ কুণ্ডলিত, আকাশমণ্ডল অপ্রদীপিত ও পর্ব্বত সকল আন্দোলিত হইয়া উঠিল। প্রলয় যেন সাক্ষাৎ-

কারে সমুপস্থিত হইল। নক্ষত্রসকল পতিত হইতে লাগিল। তাম্রকেতু গজ ত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ বাসুদেবের সম্মুখীন হইলেন। কেশব সুদর্শন দ্বারা ভূরি ভূরি শত্রু নিপাত করিলেন। তিনি ক্রোধভরে একবারে শত অক্ষৌহিণী নিহত করিয়া ফেলিলেন।

---

## চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,তাম্রধ্বজ সৈন্যদিগকে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া, বিপুল হর্ষ সহকারে রোষাবিষ্ট চক্রপাণি নারায়ণকে কহিতে লাগিলেন,আপনি আমার সেনা নিহত করিয়া কার্য্য সাধন করিলেন। অতএব আমি কিরূপে আপনার স্বরূপ এই সুদর্শন পরিত্যাগ করিব? পিতা আমায় যজ্ঞার্থ নিয়োজিত করিয়াছেন। আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনের জন্য যুদ্ধে নিজ পুণ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। অধুনা স্বীয় শরীর তদর্থে নিয়োজিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব আমি অর্জ্জুন ও এই চক্রের সহিত আপনাকে ধৃত করিব। তাহা হইলেই, আমার কার্য্য সাধন হইবে। ফলতঃ মদীয় পিতৃদেবের যজ্ঞে এই প্রকার বিধিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার কহিলেই, তিনি দক্ষিণ হস্তে শ্রীকৃষ্ণের চক্রধর হস্ত ধারণ করিলেন; বলপূর্ব্বক এই ব্যাপার সম্পাদিত হইল। অনন্তর তিনি বামহস্তে সবেগে বাসুদেবের চরণ গ্রহণ করিলেন এবং উহা স্বকীয় ললাটে স্থাপন করিয়া, সতেজে অর্জ্জুনের সম্মুখে থাক-

মান হইলেন। তাঁহাকে তদবস্থ আসিতে দেখিয়া, অর্জ্জুন ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করত বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে একবারে শত শর শরাসনে সন্ধিত করিয়া, তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

হে জনমেজয়! মহাবল তাম্রধ্বজ অর্জ্জুনকে সবলে পদাঘাত করিয়া, হর্ষভরে প্রসারিত ভুজযুগলে ধারণ করিলেন ও বাসুদেব কর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। পতন সময়ে অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়কেই মোহাবিষ্ট করিয়া, স্বয়ং পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া, অবলোকন করিলেন, দুই যজ্ঞীয় অশ্বই তাঁহার পুর প্রতি গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি হতাবশেষ বীরদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং কিয়ৎকাল মধ্যে পিতৃদেব ময়ূরধ্বজের নিকট সমাগত হইয়া, নাগরীর সমীপস্থ তদীয় রমণীয় যজ্ঞ মণ্ডপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ময়ূরধ্বজ উল্লিখিত দুই অশ্ব ও পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া, সহাস্য আস্যে কহিলেন, বৎস! যজ্ঞীয় অশ্ব পুনরায় এক বৎসর অতীত না হইতেই প্রত্যাগত হইল। এই দ্বিতীয় অশ্বই বা কোন্ রাজার, তুমি ধারণ করিয়াছ?

পুত্র পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম পুরঃসর সবিনয়ে কহিলেন, তাত! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে রক্ষাধিকারে নিযুক্ত করিয়া, যজ্ঞার্থ এই অশ্ব মোচন করিয়াছেন। আমি দেখিলাম, ধনঞ্জয় সুধীর বীরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, ইহার রক্ষা করিতেছেন। স্বয়ং নরপতি

বভ্রুবাহনও উঁহার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই অশ্বো-পলক্ষে যে যুদ্ধ হইয়াছে, আপনার প্রধান সেনাপতি এই বকুলধ্বজকে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

বকুলধ্বজ কহিলেন, রাজন্! আপনার এই মহাবলপুত্র প্রদ্যুম্নপ্রমুখ অনেক বীরকে প্রথমে পাতিত করিয়া, পরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া, উভয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থলে পাতিত করিলে, তাঁহারা দুই জনেই হতজ্ঞান হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে এই দুই অশ্ব স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিনির্গত হইলে, তাম্রধ্বজ ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিজপুরে আগমন করিয়াছেন। মূর্চ্ছার অবসানে কৃষ্ণার্জ্জুন কি করিবেন, জানি না। আমরা ত সকলেই অশ্বের সহিত নিরাপদে স্বস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।

ময়ূরধ্বজ কহিলেন, পুত্র অতিশয় অকার্য্য করিয়া আমার অন্তিকে আসিয়াছে। হায়, কি কষ্ট! অশ্বদ্বয় গ্রহণ করিতে, হতভাগ্য আমি বঞ্চিত হইলাম! কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় বশীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, এই দুই অশ্ব পরিগ্রহ করিলে, আমার যজ্ঞ কখনই সম্পন্ন হইবে না, বোধ হইতেছে। পুত্র শত্রুরূপে আমাকে পীড়ন করিবার জন্যই গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে। যুদ্ধ সময়ে অর্জ্জুনের সহিত ভগবান্ মধুসূদনকে যদি তুমি দেখিতে পাইয়াছিলে, তবে কিজন্য না লইয়া আসিলে? দুর্ভাগা রমণী যেমন কদাচিৎ দৈবযোগে স্বামী প্রাপ্ত হইয়া, নিদ্রায় নিশা যাপন করে, তুমি হরিকে ত্যাগ করিয়া, তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছ।

কিছুই ইষ্ট সাধন করিতে পারিলে না। অতএব আমার গৃহ হইতে দূর হও। তুমি নিজে যাহা বুঝ, তাহাই ভাল বলিয়া জান। সেই জন্য অশ্বগ্রহণে কৃতমতি হইয়াছিলে। তুলসীকানন ত্যাগ করিয়া,তুমি বিজয়া বন আশ্রয় করিয়াছ। কোন্ ব্যক্তি নিতান্ত অজ্ঞানান্ধ হইয়া, মনোহর পঙ্কজমালা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন্ধূল কুসুমমাল্য পরিগ্রহ করে? অথবা অমৃত ফেলিয়া,বিষভারসংগ্রহে কাহার অভিলাষ হইয়া থাকে? তুমি স্বর্ণ বোধে ধূলিমুষ্টি গ্রহণ করিয়াছ,অথবা ধূলিমুষ্টি বন্ধন করিয়া, স্বর্ণভার ত্যাগ করিয়াছ। এই আমি অশ্বদ্বয় দূরে পরিক্ষেপ করিলাম। এক্ষণে যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া গমন করিব। অতএব রে দুর্ব্বুদ্ধে! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সত্বর আমাকে সেই স্থান বলিয়া দাও।

জৈমিনি কহিলেন, রাজা এই প্রকার কৃত নিশ্চয় হইয়া, পত্নীর সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের কামনা করত গৃহে অবস্থিতি করিলেন এবং পুত্রকে পুনঃ পুনঃ ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। এদিকে বাসুদেব মণিপুরে বদ্ধ হইয়া রহিলেন; অন্যান্য ব্যক্তিরা সকলেই জ্ঞান লাভ করিল।

ঐ সময়ে ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আমাদের অশ্ব কোথায় গেল এবং রাজাই বা কোন্ স্থানে গমন করিলেন? হে দেবেশ! যেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তথায় আমায় লইয়া চল।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, পার্থ! আমার বোধ হইতেছে, অশ্ব স্বপুরে গমন করিয়াছে। আমরা সকলে ময়ূরধ্বজের পরিপালিত উল্লিখিত পুরে গমন করি চল। তুমি আমার সহিত

অগ্রেই তথায় গমন কর। অন্যান্য বীরগণ পশ্চাৎ যাইবে। আমি অগ্রে তোমাকেই ময়ূরধ্বজের সাহস প্রদর্শন করিব।

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া, অর্জ্জুনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ময়ূরধ্বজের প্রতি প্রস্থান করিলেন। অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সৈন্যসকল গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে গমন সময়ে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পার্থ! রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের ঐ সুরম্য দিব্যনগরী লক্ষিত হইতেছে। ইহার শরীর যেরূপ সুন্দর, মনও তদনুরূপ বিশুদ্ধ ও উন্নত। উহাতে পাপের লেশমাত্র নাই। তুমি দেখিবে, আমি প্রতারণা করিবার জন্য তাঁহার সমীপে গমন করিলেও, তিনি কখনই নিজ সত্য ত্যাগ করিবেন না। হে সুব্রত! তোমারই হিতের জন্য তোমাকে বালক করিয়া আমি স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া, তাহার নিকট প্রার্থনা করিব; এক্ষণে শীঘ্র আমার সহিত আগমন কর, পুর মধ্যে প্রবেশ করিব। বহুসংখ্য শূর ঐ নগরী রক্ষা করিতেছে।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর তাঁহারা উভয়ে রজনীযোগে পুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্ত্রীর সমভিব্যাহারে নিদ্রান্বিত পুরবাসী জনগণের চেষ্টাপরম্পরা দর্শন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব অবলোকন করিলেন, তত্রত্য লোক সকল উৎকৃষ্ট মঞ্চে শয়ন করিয়া, পরস্পর কৌতুক সহকারে বিবিধ আলাপ করিতেছে। তন্মধ্যে কোন পুরুষ আপনার পরম প্রণয়িনী স্ত্রীর বদনপদ্ম স্বকরে গ্রহণ করিয়া, পরম সমাদরে বলিতেছে, অয়ি কুবলয় লোচনে! তোমার এই দুইটি কৃষ্ণবর্ণ লোচন নিরীক্ষণ করিলে, আমার যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, অন্যান্য অঙ্গ

সন্দর্শনে তদ্রূপ হয় না। স্ত্রী উত্তর করিল, নাথ! তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণভক্ত। সেই জন্য রতিকালে আমার লোচনস্থ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া থাক। ইহাতে বোধ হয়, তোমার মোক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। স্বামী কহিল, ভদ্রে! তুমি বামহস্তে আমার মস্তকস্থিত কুটিল কেশপাশ ধারণ করিয়াছ, ইহাতে কি ভিন্নকেশা হইবে না। স্ত্রী কহিল, বীর! অধরপুট ত্যাগ কর, কুচমণ্ডল বিদীর্ণ করিও না। সুবৃত্তের ভেদ করিলে, স্খলিত হইতে হয়। স্বামী কহিল, তোমার এই কুচযুগ সুবৃত্ত মৌক্তিক-সঙ্গবিবর্জ্জিত। এই কারণে ইহা নিপীড়িত করিব।

জৈমিনি কহিলেন, জনার্দ্দন রজনী সময়ে এবংবিধ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিতে করিতে, প্রভাত হইলে, অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে রাজাকে দেখিবার জন্য প্রয়াণ করিলেন। দেখিলেন, ময়ূরধ্বজ বরাসনে আসীন, ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট, নরপতিগণের কিরীটকোটির সংস্পর্শে তদীয় পাদপীঠ সর্ব্বদাই সমুদ্ভাসিত এবং তাহার প্রতাপের, বীর্য্যের, প্রভাবের ও প্রভুশক্তির সীমা ও ইয়ত্তা নাই।

---

## পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! জনার্দ্দন বালকরূপী অর্জ্জুনের সহিত কপট ব্রাহ্মণ বেশে পত্নীর সমভিব্যাহারে যজ্ঞে দীক্ষিত তুরঙ্গ যুগল সংযুক্ত ময়ূরধ্বজের সকাশে সমাগত হইয়া, প্রথমে স্বস্তিবাদ প্রয়োগ করিলেন। কহিলেন,

হে নৃপশার্দ্দূল! তোমার মঙ্গল হউক। 'অবধান ও অবলোকন করুন, আমি ব্রাহ্মণ, সশিষ্যে ভবদীয় যজ্ঞীয় মণ্ডপে সমাগত হইয়াছি।

ময়ূরধ্বজ কহিলেন, বিপ্র! আমি সশিষ্য আপনারে নমস্কার করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইয়াছি। ইতিমধ্যেই আপনি আমারে স্বস্তিবাক্য প্রয়োগ করিলেন। যে ব্রাহ্মণ নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই স্বস্তিবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহার আর অন্যবিধ শাপদানে প্রয়োজন কি?

জৈমিনি কহিলেন, বাসুদেবরূপী ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, রাজন্! নমস্কারের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন। তাহাতে কোন প্রত্যবায় সম্ভাবনা নাই। অনন্তর নরপতি ভক্তিভরে তাঁহার অগ্রে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, তদীয় পদপ্রান্তে প্রণাম করিলেন। তখন অমিতবুদ্ধি বাসুদেব তাহাকে উত্থাপিত করিয়া, পুনরায় সমুচিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর সবিশেষ সংবর্দ্ধিত করিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে সেই কপট ব্রাহ্মণবেশী বাসুদেবকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আপনার ন্যায় মহাভাগ পুরুষগণ স্বভাবতই আমাদের পূজ্য ও আরাধ্য। অতএব কি জন্য সশিষ্যে আগমন করিয়াছেন এবং আমি আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হইলে, নিরতিশয় পবিত্র ও কৃতার্থ বোধ করি। অদ্য ভবদীয় পরম পবিত্র পদার্পণে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমার জন্ম ও জীবন উভয়ই সার্থক হইল। ব্রাহ্মণকে আমার অদেয় কিছুই নাই। অতএব যাহা দিতে বা করিতে হইবে, অবিশঙ্কিত ও অল-

কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করিয়া, আমাকে অনুগৃহীত করিতে আজ্ঞা হউক। ধন ও প্রাণ দিয়া আপনার সকল কার্য্য সম্পাদন করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! শ্রবণ করুন, যে জন্য আসিয়াছি, বলিতেছি। আপনার পুরোহিত কৃষ্ণশর্ম্মার এক কন্যা আছে। ঐ মানশীল ব্রাহ্মণ নিজ কন্যা পাত্রস্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, আমি স্বীয় পুত্রের সহিত আপনার নগরে আসিতেছিলাম। আহা, আমার একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় অভিভাবক নাই। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় পথিমধ্যে আগমন সময়ে কোন গভীর অরণ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্র সহসা এক ভীষণ সিংহ জাতক্রোধ হইয়া, আমার সেই সংসারসারসর্ব্বস্ব তরুণবয়স্ক পুত্রকে আমারই সম্মুখে গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে আমি আত্মজের উদ্ধারে কৃতোদ্যম হইয়া, ভগবান্ নৃসিংহের স্মরণ করিলাম। কিন্তু তিনি আমার স্মরণে সমাগত হইলেন না। এই ঘটনায় আমার শোকানল দ্বিগুণ প্রবল হইয়া উঠিল। তখন সিংহ খরনখর প্রহারে ও ভীষণ দংষ্ট্রাসমূহের আঘাতে পুত্রের কলেবর নিপীড়িত এবং লাঙ্গূলাস্ফোটনসহকারে আমাকে তর্জ্জিত করিয়া, সহাস্য আস্যে মনুষ্যবৎ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! পুত্রের জন্য বৃথা পরিশ্রম করিবেন না। আমি সাক্ষাৎ কালরূপে ইহাকে গ্রাস করিয়াছি। অন্যের সাধ্য কি উদ্ধার করে? অতএব শিষ্যের সহিত গৃহে গমন করুন; কোন রূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবেন না। দেখুন, হিংস্রজন্তুর সম্মুখে থাকা কোন মতেই সুখজনক হয় না। অধুনা, অন্য

পুত্রের উৎপাদন করুন। তাহা হইতে আপনার বংশ রক্ষা হইবে। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, অপুত্রের পরলোক নাই এবং ইহলোকও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, সিংহ! এই পুত্র হইতে আমার পিণ্ড ও পিতৃলোক উভয়েরই রক্ষা হইবে। অন্য পুত্রের উৎপত্তি হওয়া এখন বহুদূরের কথা; না হইলেও হইতে পারে। অতএব ইহাকে ত্যাগ করিয়া, তুমি আমাকে ভক্ষণ কর। দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার জীবিত কালও শেষ হইয়া আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পুত্রবর্জ্জিত প্রাণে আর প্রয়োজন কি?

সিংহ কহিল, প্রাণীগণ কখনও অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় না। আর মৃত্যু প্রাপ্ত না হইলে আমরা কাহাকেও বিনাশ করি না; ফলতঃ, জল, অগ্নি, সর্প ও সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণিগণ সকলেই মৃত্যুর সাহায্যকারক। মৃত্যু এই সকলকে নিমিত্তমাত্র করিয়া, সকলকে গ্রাস করে। তুমি দীর্ঘজীবী, কিন্তু তোমার পুত্র অল্পায়ু। এই জন্য আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম; গমন কর। বৃথা আয়াসে প্রয়োজন কি?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এক্ষণে দান বা তপস্যা অথবা অন্যবিধ কিরূপ উপায়ে তুমি আমার এই পুত্রকে ত্যাগ করিতে পার বল। সিংহ কহিল, তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব।

ময়ূরধ্বজ কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! আমার রাজ্যে নরসিংহ ব্যতিরেকে এরূপে অন্য কোন ক্ষুদ্র সিংহ নাই যে, তোমার পুত্রকে ধারণ করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! সেই সিংহ আপনারও নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিয়াছে। যদি আপনার তাহা দেওয়া বিধেয় হয়, তাহা হইলে বুঝিয়া বলিতে পারি।

রাজা কহিলেন, হে অনঘ! সিংহ আমার নিকট কি প্রার্থনা করে, বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব। আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, অতএব সত্বর প্রার্থিত নির্দ্দেশ করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি প্রাণ নষ্ট করিতে পারে? অতএব তুমিই বা কিরূপে দিবে, আমিই বা কিরূপে প্রার্থনা করিব? হায়! পুত্রহীন হওয়া কি দারুণ ব্যাপার! যাহা হউক মহারাজ! যদি দান করেন, তাহা হইলে সিংহ যে দারুণ প্রার্থনা করিয়াছে, শ্রবণ করুন।—সে বলিয়াছে, বিপ্র! রাজা ময়ূরকেতুর শরীরার্দ্ধ আনয়ন করিলে, তোমার পুত্রকে মোচন করিব। তোমার কলেবর একে জরা জীর্ণ, তাহাতে তপস্যায় শুষ্ক ও দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমার রুচি নাই। ময়ূরধ্বজের দেহ নানাবিধ দিব্য ফল, মূল, দুগ্ধ ও রস উপযোগ ও উপভোগ করিয়া, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহাই আমার অতিমাত্র প্রিয়। তুমি শীঘ্র আনয়ন কর। আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, তুমি যে মাত্র রাজদেহ আনয়ন করিবে, তৎক্ষণাৎ আমি তোমার পুত্রকে ছাড়িয়া দিব, ভক্ষণ করিব না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে মৃগাধিপ! রাজা পরের নিমিত্ত কি জন্য আপনার সুন্দর কলেবর ছেদন করিবেন? অতএব আমি তথায় যাইব না।

সিংহ পুনরায় কহিল, দ্বিজ! আপনি রাজার নিকট গমন

করুন। পরের উপকারার্থ মহর্ষি দধীচি আপনার অস্থি ও সূর্য্যনন্দন কর্ণ আপনার সহজ কবচ দান করেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। রাজাও তেমনি বিপ্রার্থে নিজ দেহ দান করিবেন, অন্যথা করিবেন না। কীর্ত্তিমান্ পুরুষেরা দেহের প্রতি তাদৃশী প্রীতি করেন না। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের জন্য রণমধ্যে দেহ পাত করিবে, ইহাই বিধি। তুমি ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার পুত্রহীন হইয়াছ। অতএব তাঁহার নিকট গমন কর। এবং গমন করিয়া, শোক পরিহারার্থ প্রার্থনা কর। তিনি অনেক পুত্রের জন্মদান ও অনেক দিন রাজ্য করিয়াছেন। তোমাকে দেখিলেই তাঁহার দয়া হইবে, সন্দেহ নাই। লোকে দান করুক বা না করুক, অর্থী সর্ব্বস্ব প্রার্থনা করে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, বনমধ্যে সিংহ এই প্রকার কহিয়া, আদেশ করাতে আমি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া, আপনার ভবনে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে যে কোন উপায়ে সিংহের হস্ত হইতে আমার পুত্রকে আনিয়া দিতে হইবে। রাজন্! তৎকালে সিংহ এই দারুণ কথা কহিতে কহিতে অন্তর্হিত হইল যে, রাজার শরীরার্দ্ধ না পাইলে, আমার নিকট আসিও না। আসিলে, কখনই তোমার পুত্রকে ছাড়িব না। সে যখন এই কথা বলিল, তখনই আমি আপনার নিকট আসিলাম। দুর্ব্বল ব্যক্তির কর্ত্তব্য, রাজার নিকট দুঃখ জানাইয়া, আশ্রয় গ্রহণ করে। বীর রামচন্দ্র পূর্ব্বে পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমি ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক পুত্র প্রার্থনায় আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।

রাজা কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! আপনি উত্তম বলিয়াছেন। এক্ষণে অপেক্ষা করুন, আমি যজ্ঞ মণ্ডপে সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে স্বকীয় শরীর সম্প্রদান করিব।

জৈমিনি কহিলেন, রাজা ময়ূরধ্বজ এই কথা বলিয়া, পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর জাহ্নবী সলিল ও শালগ্রাম শিলাজলে সুন্দররূপে স্নান করিয়া, গলদেশে পরম পবিত্র তুলসীদল মাল্য ধারণ পূর্ব্বক সহাস্য আস্যে সভামণ্ডপে সমাগত হইয়া, সমবেত বিপ্রমণ্ডলীকে কহিলেন, কৃষ্ণরূপী এই ব্রাহ্মণ পুত্রকামনায় আমার নিকট আসিয়াছেন। স্বদেহার্দ্ধ প্রদান করিয়া, ইহাঁর অর্চ্চনা করিব। তাহাতে ইহাঁর পুত্র সমাগম সিদ্ধি হইবে। যজ্ঞ-মণ্ডপস্থিত ব্রাহ্মণবর্গ সকলে কৌতুক অবলোকন করুন। বার্দ্ধকীকেরা করপত্র লইয়া আগমন ও এই স্থানে স্তম্ভদ্বয় স্থাপন করিয়া, আমার মস্তক ছেদন করুক। যাহারা আমার একান্ত প্রিয়, তাহারা যেন আমার জন্য এই শুভ ঘটনায় কোনরূপে শোকবাদ না করে।

---

## ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! রাজার এই কথা শুনিয়া, তত্রত্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ সকলেই ভীত ও কম্পিত হইয়া, করুণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, এই কালরূপী ব্রাহ্মণ দেহ প্রার্থনা মানসে কোথা হইতে আগমন করিল। হায়, আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম! এই রাজা সত্যবাদী ও